Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শিরিন সুলতানা (আখি)

রোলঃ 228020056

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শিরিন সুলতানা (আখি)
রোলঃ 228020056

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মুসলিম প্যারেন্টিং ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শিরিন সুলতানা (আখি), আইডিঃ 228020056 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম প্যারেন্টিং " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

শিরিন সুলতানা (আখি)

আইডিঃ 228020056

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

প্যারেন্টিং কি 7

সন্তান আমানত ও পরীক্ষাসরুপ 7

ইতিবাচক প্যারেন্টিং একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা 9

সন্তান প্রতিপালনের আদর্শ পদ্ধতি 10

শিশুর প্রতিটি কাজে বাবা-মার পর্যবেক্ষণ 11

মুসলিম প্যারেন্টিং 12

বিয়ে পরিবার প্যারেন্টহুডের আলোচনা 13

পরিবার পরিকল্পনা 15

সন্তান জন্মের আগে দু'আ 16

নবাগত সদস্য 18

শিশুর জন্ম লগ্নে ইসলামের রীতি 19

সুন্নতে খাতনা 21

দুধ পান করানো 21

উত্তম নাম রাখা 22

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা 22

শিশুর লালন পালনের ক্ষেত্রে নানী ও দাদীর অবদান 23

শিশুর বেড়ে ওঠা ও ক্রমবিকাশ 25

শিশুকে ঘুম পাড়ানো 27

টিভি ছেড়ে শিশুকে খাওয়ানো 27

শিশুর সঙ্গী কে হবে? 28

আল্লাহর সাথে পরিচয় করে দেয়া 28

কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া......29
সন্তানের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো 29
ইসলামিক আদব 31
সময়ানুবর্তিতা 33
খাওয়া ও পান করা......33
ভালো আচরণ......33
পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা......34
হালাল ও হারাম......35
কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ......39
বিরাট পরিবর্তন......39
শারীরিক পরিবর্তন......40
আমাদের সন্তানদের জন্য গাইডলাইন......44
সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যার দু'আ শিক্ষা দোয়া......45
সন্তানদের পড়ালেখায় ভাল করার বিষয়ে বাবা মায়ের সহায়তা: 46
আমার সন্তানের সলাতের ট্রেনিং......50
সন্তানদের সিয়াম (রোযা) পালনের অভ্যাস করানো 52
মেয়েকে পর্দা/হিযাব করার অভ্যাস করানো 53
ফরয ইবাদতের গুরুত্ব......54
সন্তানদের শাসন করা......55
আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে......57
সন্তান প্রতিপালনে লোকমান হাকিমের উপদেশ......57
লোকমান এর উপদেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় 65
উপসংহার......67

ভূমিকা

সন্তান আল্লাহর দান।আল্লাহ পক্ষ থেকে বড় এক আমানত।আল্লাহ সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন বান্দার আমানতের যথাযত হিফাযত করে কিনা। সন্তান সন্তদের মাধ্যমে আল্লাহ তারা বান্দাকে ২ ভাবে পরীক্ষা করেন ১. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কিনা। ২ বান্দা সন্তানকে ঠিকভাবে যন্ত করে কি না এবং সে হেফাজত যত্নবান হয় কিনা। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

"শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে"

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? সূরা নাহল (১৬) : ৭

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ণ। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে

لِلّٰہِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫

মোট কথা সন্তান সন্তানের পিতা-মাতা নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান আকিদা বোধ- বিশ্বাস চিন্তা-চেতনা যাতে জীবন যাপন প্রকৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা পরিচয় মাতা পিতার কর্তব্য।

প্যারেন্টিং কি

পেরেন্টিং শব্দটি ইংরেজি এ সারমর্ম হচ্ছে সন্তান প্রতিপালনের মা-বাবার ভূমিকা। প্যারেন্টিং মানে খুব ছোট বয়সে শুধু শিশুর লালন-পালন নয়। পেরেন্টিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সন্তানের দৈহিক, মানসিক,সামাজিক, অর্থনৈতিক বুদ্ধি ভিত্তিক এবং ধর্মীয় প্রতিটি দিক দিয়ে শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত   শিক্ষাদান । পেরেন্টিং এর মূল দায়িত্ব সাধারনত পালন করেন জন্ম ধাত্রী মা এবং বাবা কিন্তু তারপরও নিকটাত্মীয় স্বজন যেমন বড় ভাই -বোন খালা- খালু চাচা -চাচি মামা -মামি দাদা- দাদি নান্না নানীর ও পরের কাছ থেকে করতে পারেন।

প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা এই প্যাকেজের আওতায় সন্তানের ভালো এবং আখেরাতের ভালোর জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই সম্পৃক্ত একটিকে বাদ দিয়ে অন্য টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে না।

সন্তান আমানত ও পরীক্ষাসরুপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানত স্বরূপ। অন্যকথায় সন্তানদের যত্ন নেওয়া দায়িত্ব আল্লাহ পিতা মাতার উপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন যথা উপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত করা।আমরা যদি নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাছ থেকে সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি তবে সর্বাগ্রে সন্তান লালন পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে ব্যাপার সম্মুখ ধারণা লাভ করতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনপদ্ধতি মূলত তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলজনক বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যা পিতা-মাতার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে শারীরিক মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি

লাভ এবং পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন নির্ভর করে সন্তান প্রতিপালন সফল হওয়ার ওপর।

বান্দা পরকালে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত অবস্থায় দেখে বলবে-

হে আল্লাহ! আমি মর্যাদার অধিকার কিভাবে হলাম? আল্লাহ বলবেন -মৃত্যুর পর তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, সেই কারণে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন বিশাল তেমনি এর ব্যর্থতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। একজন শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে পিতা মাতার বিশেষত মাতার শারীরিক উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার শঙ্কা বাড়তে থাকে। তার স্বাস্থ্য সামাজিক বইয়ের পরিস্থিতি টিকে থাকা সক্ষমতা নিয়ে। এই শঙ্কা বা উদ্বেগ অমূলক নয়। তো সবকিছু ছাপিয়ে সচেতন পিতা মাতার মনে রাখতে হবে আমাদের সৃষ্টিকরাই হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই । তাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পেরেশানি যেন আমাদের আল্লাহর এবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

ওহে, যারা বিশ্বাস করো!সম্পদ, সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয় যে এটা করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকুন)

একজন বিশ্বাসী নিজ সন্তানের থেকে প্রাপ্ত সকল পরিতুষ্টি ও দুঃখের জন্য আল্লাহর নিকট

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইতিবাচক প্যারেন্টিং একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা

বাগানের চারা গাছ আর স্কুলের নার্সারি শিশুর মধ্যে চমৎকার একটা মিল রয়েছে। চারা গাছকে যেমন ছোট অবস্থায় পরিচর্যা করলে তা একদিন ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে রূপ নেয়। ঠিক তেমনি ভাবে একটি শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা হলে সে ক্রমান্বয়ে একজন সফল ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের ওঠে। অংকুর পরিচর্যার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে যেমন তা অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে বড় হয়, ঠিক তেমনি ভাবে কোন শিশুর লালন-পালনে অবলা করে হলে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা, উশৃঙ্খলা ও আত্ম ধ্বংসাত্মক জীবনচারের মধ্য দিয়ে বড় হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে উন্নত মানের খাবার, পোশাক, ও বাসস্থান প্রদান করার মাঝেই কেবল সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়।বরং সন্তানদের সহমর্মিতা প্রধান তাদের সাথে বোঝাপড়া, মানসিক সহচার্য, তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি এবং তাদের এই পৃথিবীতে চলার মত যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা ও সন্তান পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিতা মাতার মূল দায়িত্ব হলো পরিবারের মধ্যে একটি শান্ত, নিরাপদ সহযোগিতা পূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা যা সন্তানদের মনে আত্মবিশ্বাসের যোগান এবং তাদের হৃদয় ভালোবাসা ভরিয়ে দেবে- যাতে তারাই ভালোবাসার আলোকচ্ছটা সমাজের অন্য মানুষদের মাঝে চলে যেতে পারে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যদি সৎ গুনাবলী সম্পন্ন হয় তাহলে এর ফলাফল পুরো সমাজ ভোগ করে । সুষ্ঠু পরিকল্পনা কঠোর পরিশ্রম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। তবে এটি কেবল একক পরিবারের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বরং এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রত্যেক পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টা।

দুর্ভাগ্যবশত অনেক পিতা-মাতা সন্তানের প্রতিপালন করে অনেকটা গা ছাড়া ভাব এ যেন করার জন্য করা বা করতে হয় তাই করে। তারা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বটাকে অনেকটা (accidental) বলে মনে করে এর জন্য তাদের না থাকে কোন সুস্থ পরিকল্পনা না থাকে কোন প্রস্তুতি। আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এই দায়িত্বের গভীরতা ও সকলের ব্যাপারে তাদের কোন

ধারনাই থাকেনা। তারা সন্তানদের বস্তুবাদি চাহিদা হতে পূরণ করে কিন্তু তাদের আত্মাধিকতার ছোঁয়া দিতে পারে না। ফলে যখন কোন সামাজিক কিংবা মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয় তীব্র অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে আধ্যাত্মিকতার হয়ে অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এবং সন্তানদের দূরে কোনভাবেইকাম্য নয়।

সন্তান প্রতিপালনের আদর্শ পদ্ধতি

সচেতন পিতা মাতা অল্প বয়স থেকে সন্তানদের সাথে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে। যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদেরকে যোগ্য সঙ্গ দেয়।তাদের মাথায় পরশ বুলিয়ে দেয় যখন সন্তান সাহায্যে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে তখন তার পরিবারকে তার পাশে পায়

সন্তান প্রতিপালন আর দশটা সৃজনশীল কাজের মত একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ কিন্তু। এই চ্যালেঞ্জিং কাজই সহজ হয়ে যায় যখন পিতা-মাতা সন্তানকে পার্টনার হিসেবে বিবেচনা করে এমন পার্টনার যাদের সাথে মতদ্বন্দ্বের পরিবর্তে একসঙ্গে কাজ করা যায়।সচেতন পিতা-মাতা কোন সমস্যা সমাধান এর আগেই অগ্রিম পদক্ষেপ নিয়ে রাখে যাতে কোন কিছু সমস্যায় না পড়ে।সচেতন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের আচরণের ক্ষেত্রে রাগান্বিত ও কঠোর না হয়ে অমায়িক হয়। তাদের সাথে বন্ধুত্ব আচরণ করে। তাদের সাথে দূরত্ব তৈরির পরিবর্তন ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি করে। তাই আমাদের পিতা মাতার দরকার সন্তানদের সাথে তাদের মতো আচরণ করা। তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক তৈরি করা, যাতে করে সে বুঝতে পারে তার প্রতিটি কাজ তার কল্যাণের জন্যই আমরা বলে থাকি বা করে থাকি। সর্বোপরি একজন অভিভাবক সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তোলার তোলার চেষ্টা করবে এবং বাকি ফলাফলের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এবং আল্লার উপর নির্ভর করবে ।

শিশুর প্রতিটি কাজে বাবা-মার পর্যবেক্ষণ

আমরা বর্তমানে যে সময়ে বসবাস করি এই সময়ে ইন্টারনেট আমাদের হাতের মুঠোই।ঘরে ঘরে ওয়াইফাই কানেকশন। ইন্টারনেটের এইসব সহজলভ্যতার কারণে এই বিপদ আমাদের ঘরে এসেই হানা দিচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম একটা ছোট্ট শিশু সে মোবাইল ছাড়া খেতে চায় না। ঘর থেকে যদি মোবাইল দেওয়া না হয় তাহলে তার আশেপাশের আত্মীয় স্বজনদের বা তাদের সমবয়সী   কাছ থেকেও তারা মোবাইল দেখা শিখে।আবার এমনও হয়ে থাকে অতিরিক্ত বিরক্তের কারণে বাবা-মা তাকে মোবাইল দিয়ে চুপ করায় , ইদানিং এই সমস্যাটা দিন দিন বাড়তেছে। আমরা যদি বাচ্চাকে মোবাইল দিতেই হয় তাহলে তাকে আমরা মোবাইলে ইসলামিক কার্টুন দিতে পারি। অন্যান্য কার্টুন দেখার চেয়ে ইসলামিক কার্টুন সুবিধা, বাচ্চাকে শুধু মোবাইল দিলেই হবে না তার প্রতিটি কাজে পর্যবেক্ষণ করতে হবে দেখতে হবে সে কি কোন অপ্রত্যাশিত ভিডিও দেখে ফেলছে কিনা?বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বলা হয় মোবাইল দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট করতে। এত বাচ্চাদের না চাইতেও মোবাইল দিতে হয়। তাই বাচ্চার প্রতি বিশেষ ভাবেপর্যবেক্ষণ করতে হবে।

“একটা নিউজে দেখলাম যে একজন অভিভাবক প্রচুর কান্না করতেছে।উনি বলতেছেন যে আমার বাচ্চাটা আমার কাছ থেকে এসাইনমেন্ট করার জন্য মোবাইল নিয়েছে এখন সে হুট করে অপ্রত্যাশিত ভিডিও দেখে ফেলেছে এখন আমার বাচ্চার মনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া টা কি পড়বে না?”

এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো আমরা বাচ্চার প্রতিটি কাজেই পর্যবেক্ষণ করবো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করব যে মোবাইল থেকে কিভাবে বাচ্চাদেরকে দূরে রাখা যায়।যাতে বাচ্চারাপ্রাকৃতিকভাবে খেলাধুলা,পড়াশোনা করতে পারে। এবং বাচ্চাকে ইসলামী মাইন্ডে গড়ে তোলা।

মুসলিম প্যারেন্টিং

তখনকার মুসলিমদের চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সকল ধর্মের নারী-পুরুষ শিশু দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ওই মানুষদের অন্তরে প্রশান্ত দিয়েছে এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সোহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিতা মাতার উচিত সন্তানদের ইতিবাচক পরিবর্তনে আগ্রহী করে তোলা। সন্তান সন্তানরা যেন সমাজে আত্মবিশ্বাসের সাথে চলতে পারে সেজন্য পিতা-মাতার উচিত তাদের জন্য স্থিতিশীল ও ভালবাসায় পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সন্তানদের দিন ও দুনিয়ার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ একই সঙ্গে তাদের উচ্চবিলাসে লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছে করা। আমাদের দায়িত্ব এটা এমন এক লক্ষ যা দুনিয়াবি ঈমান মর্যাদা ও অর্থবিত্তের আকাঙ্কার চেয়ে অল্পতে তুষ্টি হতে শেখাবে।

বিয়ে পরিবার প্যারেন্টহুডের আলোচনা

"আল্লাহ তার দয়া-মায়ের শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি একবার পৃথিবীর সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টি করলো একে অন্যের প্রতি দয়াশীল। এমনকি ঘোড়া তার শাবক থেকে নিজের খুব দূরে রাখে সন্তান পৃষ্ট হয়ে যায় কিনা এই ভয়ে"

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব প্রথম ধাপ হবে বিয়ে। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষকে আনন্দ প্রশান্তি প্রবোধ জোগায় দুজনেই একই সাথে নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আপস মীমাংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায় তার উপর নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে

"সত্যশ্রয়ই সৎ ও বিশ্বাসী নারী পুরুষ তাদের চরিত্রের সাথে সংহতিপূর্ণ ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চাই অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়" (সূরা নূর ২৬)

বিয়ে হলো দুটি মানুষ ও পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে, যার উপর ভিত্তি করে লালিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুতরাং এই বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া খুবই জরুরী।একটি বৈবাহিক বন্টন সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিচের বিষয়গুলো নিয়ামক হিসেবে কাজ করে । যেমন

- ভালোবাসা ও দয়া
- সম্মান ও স্নেহ
- দৃঢ়তাও ক্ষমতাশীলতা ন্যায় বিচার ও সমতা
- খোলা মন স্বচ্ছতা
- পারস্পরিক পরামর্শ
- বিশ্বস্ততা

- ত্যাগ ও তিতিক্ষা
- কঠোর পরিশ্রম এবং ছাড় দেওয়ার মনোভাব

যখন কোন পরিবারে এসব গুণাবলীর সম্মেলন ঘটে এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়, তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়-যা সন্তান বেড়ে ওঠার জন্য খুবই সহায়ক।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল অনেক সমস্যার সমাধান বের করে আনে। তাই পিতৃত্ব ও মাতৃতে শুরু থেকে পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে।নিজের ক্যারিয়ার অর্থ অন্যান্য বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে সন্তান জন্মদিনের কোন উপযুক্ত সময় নেই।তাই এ বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে সন্তান জন্মদানের অহেতুক বিলম্ব করা উচিত না। স্বামী -স্ত্রীর অবশ্যই কর্তব্য হলো সন্তান জন্ম লাভের আগেও পরে এমন পরিবেশ তৈরি করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যা সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জ কে কমিয়ে দিবে। এরপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার সমন্বয়।

“যখন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহর তার ওপর নির্ভরশীলদের ভালবাসেন”

পরিবার পরিকল্পনা

গর্ভকালীন সময়টা স্বামী স্ত্রীর জন্য যেমন খুশির সময় তেমনি ভয়ের কারণ হয়। কেননা প্রত্যেক পিতা মাতার সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে এবং এই সময় তারা জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মধ্যে থাকে ভ্রুনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অধ্যায়ন, জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া জানা বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যা সন্তান লাভের পর প্রয়োজন হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এমন এক সময় যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করতে হয়। এই কারণে ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি মূলত শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয় মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থা অনুভুত করার পর থেকেই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব আরম্ভ হয়। তখন থেকেই তার ত্যাগ তিতিক্ষা শুরু হয়। যেহেতু বাবার থেকে মায়ের কষ্ট বেশি সে কারণে মায়ের মর্যাদা বেশি দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত নিচে একটি হাদিস দেওয়া হল।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَنْ أحقُّ الناس بِحُسن صَحَابَتِي ؟قال» :أمك «قال: ثم مَن ْ؟قال» :أمك ،«قال :ثم مَن ؟ْقال» :أمك ،«قال :ثم مَن ؟ْقال» :أبوك .«متفق عليه .وفي رواية :يا رسول الله، مَنْ أحقُّ بحُسْنِ الصُّحْبَة ؟ِقال» :أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدْنَاك أدْنَاك «.
]صحيح[-]الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم[المزيـد...

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, হে

আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, তারপর কে, তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, "তারপরে তোমার বাবা।" (বুখারী ও মুসলিম)

সন্তান জন্মের আগে দু'আ

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّى إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে (জন্মের পর) আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে ইমরান: ৩৫)

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান ৩: ৩৮)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান ২৫: ৭৪)

মায়ের ত্যাগ- তিতিক্ষা তুলনাহীন

সন্তানের জন্য তুলনামূলকভাবে মা-ই বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। গর্ভধারণ, দুগ্ধপান ও রাত জেগে সন্তানের তত্ত্বাবধানসহ নানাবিধ কষ্ট একমাত্র মা-ই সহ্য করেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ لا ارْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষকে মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন বলে- হে আমার রব! আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ও আমার মা-বাবার ওপর যে নেয়ামত দান করেছো, তার যেনো কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি। আমি যেনো ভালো কাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো। আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তওবা করলাম। আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা আহকাফ, আয়াত : ১৫)

পিতা-মাতা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা দান খয়রাত কোরআন অধ্যায়ন নিয়মিত জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মত কল্যাণকর কাজের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারে, তবে তা কেবল শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে না বরং গর্ভে থাকা শিশুর জন্য বিরাট কল্যাণ ও বয়ে আনবে একজন মা যা বলে যা করে এবং যা চিন্তা করে তা তার গর্ভাবস্থায় ভ্রূণকে প্রভাবিত করে ।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা, যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এ সকল প্রস্তুতির পূর্বশর্তা।

নবাগত সদস্য

যখন কোন পরিবারের নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করত তখন আয়েশা রাঃ জিজ্ঞেস করতেন না সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে, বরং তিনি জিজ্ঞেস করতেন -

“সে কি সুস্থ ভারসাম্যপূর্ণ? উত্তর দেওয়া হতো তখন তিনি বলতেন- সকল প্রশংসা বিশ্বজাহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার প্রতি” (বুখারী)

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের প্রথম দর্শন এমন এক অপ্রকাশযোগ ও অভিজ্ঞতা যা কেউ ভুলতে পারেনা। ভূমিষ্ঠ সন্তানের চিৎকারে বাবা-মায়ের চোখের কোন আনন্দের অশ্রু জমে। যে যা-ই বলুক না কেন ছোট শিশুর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো মায়ের আঁচল, ভালোবাসা, বুকের দুধ।মায়ের ভালোবাসা প্রধান সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলে -সন্তানের সাথে নিজের শরীরের সংযোগ ঘটিয়েউ সব সময় কাছে থাকা। এর মাধ্যমে শিশুর সবচেয়ে অসহায় পরিস্থিতি নিরাপদ আসল ব্যবস্থা করা যায়।

প্রতিটি শিশুর জন্মে আল্লাহর অলৌকিকতে নির্দেশন। একটি অন্তর যখন জীবনের যাত্রা শুরু করে তখন তার কোন কিছু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটি এমন একটি অবস্থা যা আমাদের অসহায়ত্বের কথা এবং এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে আমরাও জীবনে যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং আমাদের পিতা-মাতার প্রচেষ্টার ফলে এই জীবনচক্র আমরা টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছি। সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষনটি এমন এক মুহূর্ত যা আমাদের আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বাধ্য করে এই মুহূর্তটি তো মাতৃতের দায়িত্ব পালনে আকাঙ্ক্ষাকে আরও দৃঢ় করে।

শিশুর জন্ম লগ্নে ইসলামের রীতি

শিশুর আগমনের সুসংবাদ অন্যান্য মানুষের নিকট পৌঁছাতে হয়। এটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।কুরআনে এই রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনাগত পুত্র সন্তান নিয়ে ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুসংবাদ দিয়েছেন। -যেমন কুরআনে আছে-

فَنَادَتْهُ الْمَلَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصُّلِحِينَ

“”অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী'।(সূরা আল ইমরান ৩৯)

একইভাবে আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগত সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন -

فَبَشَّرْتُهُ بِغُلِمٍ حَلِيمٍ

“আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সংবাদ দিলাম”(সূরা সফফাত ১০১)

সন্তান আগমনের আনন্দ শুধু পিতা মাতা থেকে উদ্বেলিত করা না বরং সমাজের অন্যান্য মানুষকে আনন্দ করে ফলে তারা নতুন সন্তানকে সাদরে বরণ করতে উদ্ভিক হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে অনেক সাংস্কৃতিক প্রচলন রয়েছে যেমন মিষ্টি বিতরণ, দরিদ্রকে খাওয়ানো ইত্যাদি এসব করতে কোন বিধি নিষেধ নেই পরিবারের নতুন সদস্য আগমনের পর নিন্মুক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে ।

আজান:অধিকাংশ মুসলিম মনীষী মনে করেন, সদ্য ভূমিষ্ঠ ডান কানে আযান দিতে হবে একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে -

“আযানের সময় শয়তান দূরে সরে যায় এ চমৎকার শব্দের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে”

শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মহত্বের বাণী প্রবেশ করাতে হবে, যাতে এই বাণী তাদের অবচেতন মনে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিশ্বাসীদের মাথা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন -
"আমি হোসেন ইবনে আলীর কানের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আজান দিতে শুনেছি যখন তার মাতা ফাতিমা থেকে জন্ম দেয়"(আবু দাউদ ও তিরমিজি)

তাহনিক :নতুন সন্তানকে সামান্য পরিমাণে চর্বিত খেজুর খাওয়ানো ভালো একটি চর্চা। এতে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর জীবন মিষ্টান্নায়ের সাথে শুরু হয় আশার রাঃ বলেন-
"সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের রাসূল সাঃ তিনি শুরুতে তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন। তারপর তাদের মুখে চর্বিত খেজুরের টুকরো ঘোষে দিতেন"(মুসলিম আবু দাউদ)

মাথার চুল মুণ্ডানো: রাসূল সাধারণত জন্মের সপ্তম দিন শিশুদের মাথা সম্পূর্ণ মুণ্ডন করতেন। তারপর ফেলে দেওয়া চুল ওজন করে সমপরিমাণ সম্পদ দান করতেন। হাদিসে এসেছে, হাসান-এর জন্মের পর নবিজি ফাতিমা -কে বলেন-
"তাঁর চুল কামিয়ে ফেলো এবং এই চুল রুপার সাথে মেপে তা গরিবদের দান করো। তাই তিনি তাঁর চুল কামিয়ে ফেলেন, তারপর এটিকে মাপেন- যার ওজন ছিল এক দিরহাম কিংবা এক দিরহামের কিছু অংশের সমান।" আহমাদ ও বায়হাকি

আকিকা :নবাগত শিশুর আকিকা করা সুন্নত।অনেকে বলেন এটি জন্মের সপ্তম দিন সম্পন্ন করা উচিত। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ছেলেদের জন্য দুটি এবং মেয়েদের জন্য একটি বকরি কোরবানি করা সন্তান যেহেতু আনন্দ তৈরি করে তাই এগুলোকে বন্ধু বান্ধব নিকটেদের আমন্ত্রণ করা উচিত।
"প্রত্যেক শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দেওয়া উচিত অর্থাৎ তার জন্ম উপলক্ষে পশু কোরবানি দেওয়া একই দিনের নাম রাখা এবং মাথা মুন্টান করা" (আবু দাউদ আহমদ)

"যে ব্যক্তি সন্তান লাভ করে এবং তার জন্য কিছু উৎসর্গ করতে চাই সে যেন পুত্র সন্তানের জন্য দুটি এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরি কোরবানি দেয়"(আবু দাউদ ও নাসায়ি)
"প্রত্যেক শিশুর জন্য তার জন্য রক্ত প্রবাহিত করো তার থেকে সকল ধরনের অকল্যাণ বিতারিত কর" (তিরমিজি)

সুন্নতে খাতনা

সুন্নতে খাতনা এমন একটি বিধান ইব্রাহিম আলাই সালাম এর সুন্নাহ থেকে এসেছে। নবাগত শিশুর যত্ন অনেকেই জন্মের সপ্তম দিনে সুন্নতে খাতনা সম্পূর্ণ করতে বলেন আবার কেউ শিশুর প্রথম দাঁত পড়ে যাওয়ার পর খৎনা করার পরামর্শ দেন। নিম্নোক্ত তো হাদিসে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন করার গুরুত্ব বর্ণনা করে তবে এর সাথে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
"মানুষের ফিতরাত সহজাত প্রভৃতি পাঁচটি খতনা, গোপনাঙ্গের চুল পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, এবং বগলের চুল পরিষ্কার করা।"

দুধ পান করানো

সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হল। মায়ের দুধ সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ তায়ালা শিশুর জন্য যা প্রয়োজন তা সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কিছু কিছু মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি প্রস্তাবের মাধ্যমে শিশুকে দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন। অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের অধিকার হরণ।অথচ একটু চিন্তা করা উচিত মায়ের স্তনে কে এই দুধ দিল? কেন দিল?কেন মায়ের স্তনের ন্যাচারালি অন্য সময় দুধ আসে না ইত্যাদ। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার এমন মায়ের আচরণে লংঘিত হচ্ছে (ক) সন্তানের অধিকার (খ) মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ   ।

উত্তম নাম রাখা

সন্তান পুত্র বা কন্য যাযই হোক না কেন তাদের উত্তম সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি বাবা-মার কাছে সন্তানের হক। মুসলিম নামের বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলেও অনেক রকম এছাড়া ইন্টারনেট ইন্টারনেটে সার্চ দিলে শত শত নামের লিস্ট পাওয়া যাবে সেখান থেকে বাছাই করে একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা উচিত। কিছু নাম পছন্দ করে কোন যোগ্য আলেমের কাছে যাচাই করে নেয়া।কারণ অনেক সময় অনলাইনে সঠিক তথ্য না থাকতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

“ কেয়ামতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদেরসো স্ব স্ব নাম এবং তোমাদের বাবার নাম সহ অতএব তোমরা ভালো নাম রাখবে।(আবু দাউদ)

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা

শিশুদের জন্মের পর থেকে তাদের কোথাও নিয়ে গেলে কপালে কালো টিপ দেয়া হয়। অথবা তাদেরকে পায়ের নিচেও কালো টিপ দেওয়া হয় মনে করা হয় যে এটা তাদের নজর লাগবে না এটা কুসংস্কার। এগুলো গুনাহের কাজ অনেকে বলে থাকেন শিশুরা হচ্ছে ফেরেশতা। এ কথা বলা ঠিক নয় তারা ফেরেশতা হতে পারে না তবে হ্যাঁ তারা নিষ্পাপ।ফেরেশতার জায়গা ফেরেস্তা আর মানুষের জায়গায় মানুষ তাদেরকে একসাথে তুলনা করা ঠিক না মানুষ মাটির তৈরি আর ফেরেশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে।

আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে সন্তানের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দেয় সন্তানকে জিন-ভুত থেকে রক্ষা করার জন্য বা কোন বদনজর থেকে দূরে রাখার জন্য। মনে মনে রাখতে হবে যে কোন ধরনের তাবিজ শরীরে ঝুলানোর শিরক এমন কি যদি সেটা কোন মাওলানা থেকে কোরআনের আয়াত দিয়ে লেখা তাবিজ হয়। শিশুর শরীরে কোন প্রকার কালো সুতা বা

কড়ি ঝুলানো যাবেনা এমনকি কোরআনের আয়াতসহ স্বর্ণের বা অন্য কোন ধাতব কথাতে লকেট গলায় ঝুলানো যাবে না। এগুলা সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ।

শিশুর লালন পালনের ক্ষেত্রে নানী ও দাদীর অবদান

আমাদের দেশে অনেক পরিবারেই সন্তান নানির বাড়িতে। হয় গ্রামাঞ্চলে ম্যাক্সিমাম ১০০% থেকে ৮০ পার্সেন্ট পরিবারেই নানির বাড়ি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিশুর নানি দেখা যায় যে নিজের মেয়ে এবং নাতিকে একই সাথে পরিচর্যা করে থাকেন। আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি -

আমার বাচ্চা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে এবং পরে আমার মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাচ্চা ভূমিষ্ট পর থেকে আমার মা আমার লক্ষ্য রেখেছেন আমাকে সবসময় খাইয়ে দিয়েছেন, মাথায় তেল দিয়ে দিয়েছেন এমন কি আমাকে গোসল করিয়েছেন ইত্যাদি।একই সাথে আমার বাচ্চার সাথে সারারাত জেগেছেন এরং সকালে উঠে বাচ্চার কাথাগুলো পরিষ্কার করেছেন। আমাকে ঘুমের বিরতি দিয়ে বাচ্চা কে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন।দীর্ঘ পাঁচ মাস মায়ের বাড়িতে থেকে আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে-

“মা ছাড়া মা হওয়া যায় না”

আমি এটা প্রতিমুহূর্তে ফিল করি যে আমার মা আমার বাচ্চা প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জ কে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছি,এবং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছে।

এবার আসি দাদির কথায়,যখন মেয়েরা বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যান তখন প্রতিটি কাজেই শাশুড়ি হেল্প করে থাকেন। অর্থাৎ বাচ্চার দাদি বাচ্চাকে দেখাশুনা করেন।যেমন রান্নাবান্না করতে গেলে বাচ্চাকে বাঁচার

দাদী রাখে। তেমনি ভাবে সালাত পড়তে গেলে বাচ্চা কে শাশুরীর কাছে রেখে যাই, অর্থাৎ সব কাজে এই বাচ্চাকে রেখে যাওয়ায় কাজগুলোকে আরো সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নানী ও দাদীর অবদান অনেক যার কোন তুলনা হয় না। সাধারণত দাদী নারীরা বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকে এছাড়া তাদের থাকে আমাদের দেশের প্রচলিত কিছু কুসংস্কার। আবার অনেকে আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে ধারণা থাকে না যার কারণে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের লালন পালন করে থাকেন যা ইসলাম এবং মেডিকেল সাইন্স অনুমোদন করে না। তাই মা বা শাশুড়ি কোন ভুল করে শিশুর পরিচর্যা করে থাকলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।তিনি যেন মনে কোন প্রকার কষ্ট না পান। মনে রাখতে হবে এই মা বা শাশুড়ি কিন্তু আমাদের শিশুকাল লালন পালন করে বড় করেছেন। যুগ পরিবর্তনের সাথে অনেক কিছুই আবিষ্কার হয়েছে। আগের মানুষের তা জানতো না তাদেরকে সুন্দরভাবে জানাতে হবে। ইসলাম কুসংস্কার অনুমোদন করে না অনেক কুসংস্কারের শিরকের অন্তর্ভুক্ত দাদী নারীরা শিশুকে অনেক সময় ভুল ইসলামিক শিক্ষা দেন সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তবে তাদের সাথে কোন প্রকার খারাপ আচরণ করা যাবে না যাতে তারা মনে কষ্ট পান কারণ তারা খুবই ভালোবাসেন এবং তাদের ভালবাসার অংশ হিসেবে তারা শিশুকে লালন পালন করেন।

শিশুর বেড়ে ওঠা ও ক্রমবিকাশ

১ থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত :

১মাস বয়সে শিশু শব্দ শুনে চমকে ওঠে দুই মাস বয়সে কাৎ করে শুয়ে দিলে চিৎ হতে পারে তিন মাস বয়সে মাথা উপর করতে পারে এবং ঘাড় তোলে, শব্দের উৎস খুঁজে এবং হাসির জবাবে হাসি দেওয়ার চেষ্টা করে, পরিচিত চেহারা স্বর চিনতে পারে পাঁচ মাস বয়সে উঠে বসার চেষ্টা করে ছয় মাস বয়সে স্বল্প অবলম্বনে বসতে পারে এবং কথা বলার চেষ্টা করে ।

৭ মাস বয়স থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত

৭ মাস বয়সে দুই হাতে খেলনা ধরতে পারে এবং কোন কিছু পড়ে গেলে তা তোলা চেষ্টা করে ৮ মাসে লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে, ৯ মাসের সময় দাঁড়াতে পারে ১০ মাসে কথা বলার অনুকরণ টা শিখে যায়।১১ মাসে হাতে ১২ মাসে এবং বিভিন্ন কথা বলে যেমন দাদা, মা বাবা উঠানামা করতে পারে।

২থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত

২৪ মাসের মধ্যে শিশুর দুই তিনটা জিনিসের মধ্যে থেকে তার পছন্দের জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারে। দুই বছরের বয়সের শিশু ৫০ টার মধ্যে শব্দ কথা বলতে শিখে ফেলে। যখন সে প্রথম কথা বলতে শিখে তখন দুটি অথবা তিনটি শব্দের বাক্য তৈরি করতে পারে যেমন আরো চাই, ওঠো, চলো, বাইরে যাব, খাব না, দুধ খাব , ইত্যাদি দৌড়াতে পারে বলে লাথি দিতে পারে।তিন বছর বয়সে ৩৬০ পর্যন্ত শব্দ মনে রাখতে পারে। এবং তারা চার-পাচটা শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করে মনেরভাব প্রকাশ করতে পারে।

৪ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়সে বিভিন্ন রঙের নাম শিখে, সাধারণ গুণতে পারে। এবং সময় বুঝতে পারে। চার বছর বয়সে গিয়ে পনেরশো পর্যন্ত সব ধরনের রাখতে পারে এবং পাঁচ বছর বসে বয়সে গিয়ে ২৫০০ শব্দ পর্যন্ত মনে রাখতে পারে এই শব্দগুলো দিয়েই সে কথা বলে বাক্য তৈরি করে। এই সময় ছবি আঁকতে পারে এই বয়সে আল্লাহকে চেনে পরিবারের মর্ম বুঝে অন্যদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

৭ থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়স থেকে তারা কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বুঝতে পারে। ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। এই বয়সে মনের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়। এই বয়সে যে যার কালচার বুঝে। এই বয়সে তাদের মধ্যে মানসিক অনুভূতিও জন্ম নেয়।

১০ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এই বয়সেই ছেলেমেয়েরা সাধারণত বালেগ হয়ে থাকে। এই বয়সে তারা মানসিক দুঃখ এবং আনন্দ অনুভব করে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো কিছুটা বুঝতে থাকে। তারা বড়দের মতো চিন্তা করে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ সময় তারা নানা রকম মানসিক বিষন্নতায়ও ভুগে থাকে।

শিশুকে ঘুম পাড়ানো

অনেক শিশুকে যখন ঘুম পারান তখন আয় আয় চাঁদ মামা বা হাট্টিমাটিম টিম বা গান বলে ঘুম পাড়িয়ে থাকেন যেগুলো সুন্দর কোন অর্থ হয় না।সর্বপ্রথম ঘুমের দোয়া পরা এবং আল্লাহর প্রশংসা মূলক গজল গেয়ে ঘুম পরানো যেতে পারে এতে করে একদিন দেখা যাবে সে ছোট ছোট দোয়া ও মুখস্ত হয়ে গেছে ।

টিভি ছেড়ে শিশুকে খাওয়ানো

প্রায় মায়েরা এসে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেয় আর তা হচ্ছে শিশুর সামনে টিভি ছেড়ে দিয়ে তাকে ঐদিকে তার দৃষ্টি মনোযোগ দিয়ে তাকে খাবার খাওয়ায়। এই কাজটি করা মোটেও ঠিক নেই কারণ মনোযোগ দিয়ে খাবার না খেলে সে খাবার তেমন কোন কাজে লাগে না। আরো ক্ষতি করবে যখন মায়েরা এই কাজটি হিন্দি, বাংলা নাচ ছেড়ে দিয়ে কাজটি করেন। আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি যে আমার নিজ সন্তানের কত বড় ক্ষতি করছি??

শিশুর সঙ্গী কে হবে?

বড়দের যেমন সঙ্গ প্রয়োজন তেমনি শিশুর ও সঙ্গ প্রয়োজন। তাকে শুধু বড়দের কোলে কোলে বা স্টোলারেন করে না রাখা। এমনটি করা হয় তাহলে সে বড়দের মাঝে থাকতে থাকতে একসময় একমুখী হয়ে যায়, জেদি হয়ে যায় অন্য শিশুদের পছন্দ করে না। মিশতে চায় না,ভয় পায় ব্রেন ডেভেলপ করে না। সে অসামাজিক হয়ে পড়ে। অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে শিশুকে মেলামেশা করে দেওয়া উচিত।

আল্লাহর সাথে পরিচয় করে দেয়া

শিশু যখন একটু একটু বুঝতে শিখে থাকেন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিচয় করে দিতে হবে। আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন তা তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন তা সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ করা যাবে না। লুকিয়ে যদি কিছু করা হয় তাও আল্লাহ দেখবেন এবংপরে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহর কথা শুনলে তিনি খুশি হবেন এবং এবং যা চাওয়া হয় তিনি তাই দিয়ে দিবেন।

কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

আমাদের দেশে মুসলিমদের মাঝে কুরআনের প্রতি একপ্রকার ভীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে একে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবেনা, মকমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে সেলফ এর সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখতে হবে ইত্যাদি এগুলো সব সবই ভুল আচরণ এবং কুরআন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইবলিশ শয়তানের কারসাজি (প্ররোচনা) শিশুদের কায়দা আমপারা পরার পাশাপাশি কুরআনের আরবি কপি ও হাতে দিতে হবে যাতে এর প্রতি কোন ভয় ভীতি না থাকে।

সন্তানের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো

কিছু কিছু আছে যারা সারাদিন স্কুলের থাকার পর বা খেলাধুলার পরে ক্লান্ত হয় না তারা ঘুমানোর আগে কিছুট করতে চায় অভিভাবক যদি এ সময়টা কাজে লাগাতে না পারে তাহলে তারা টিভি দেখবা গেমস খেলে সময় নষ্ট করে। টিভি দেখা বা গেমস খেলা তাদের ভবিষ্যতে কোন ফায়দাই হয় না। অনেক ব্যস্ত সময় পার করেন আবার তার বিভিন্ন সমাজের সাথে জড়িত থাকে না ফলে সব বাবারাই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে থাকেন। তো দেখা যায় সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সব কাজ মা একাই করে থাকেন।যেমন সন্তানদের খাওয়া দাওয়া স্কুলের জন্য তাকে প্রস্তুত করা তার জামা কাপড় পরিষ্কার করা সহ আরো সংসারের কাজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসাধারন ভূমিকা রাখেন। সাথে সংসারের কার্য সম্পাদন করে থাকেন। অতিরক্ত কাজ মায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে মনের অজান্তে শিশুকে বকা দিয়ে ফেলেন। মায়ের বকা খেয়ে সে নিজেকে একটা আবদ্ধ রুমের মধ্যে মধ্যে আটকে রেখে টিভি দেখে।

আর যখন পিতা মাতা উভয় চাকরি করে তখন এর পরিণত হয় আরো ভয়াবহ এতে শৈশব শেষে দেখা যায় শিশু তার জীবনের অধিকাংশ সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে কাটিয়েছে। যার কোন পজিটিভ ফলাফল নেই।

সুতরাং সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আয়েশ হিসেবে নয় বরং অতি জরুরী হিসেবে দেখতে হবে উচিত দুনিয়া আখেরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কোন প্রাইভেট স্কুলের জন্য শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কিনতে পারে না। ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট ডিগ্রী অর্জনেই জীবনে সফলতা নয়। কি হবে জীবন দিয়ে শুধু ধন-সম্পদ অর্জনের জীবনের মূল্যবান সময় গুলো ব্যয় করি এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু তৈরি করতে না পারি?

সন্তানের সাথে একটা সময় কাটাতে হবে কখনো কখনো একান্ত ব্যক্তিগতভাবে অর্থ তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে কিছু খাওয়া, কিছু গল্প করা, বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ছোটখাটো পদক্ষেপ গুলো শিশুর সাথে অভিভাবকদের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বাস ও ভালোবাসা বাড়ায় আত্মিক ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ শিশুদের সাথে শিশুর মত আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন।তিনি তার চাচা আব্বাস (রা:) এর তিন সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গে খেলতেন এবং তার দিকে দৌড়ানোর জন্য বলতেন। তারা তার ওপর লাফাতল,, এবং দৌড়াতো আর নবীজি তাদের বুকে নিয়ে চুমু খেতেন। তার দুই নাতি হাসান হোসেন তার পিঠের উপর ওপর উটে খেলতে তখন মাঝেমধ্যে তিনি হামাগুড়ি দিতেন। এতে বুঝা যায় যে তিনি শিশুদের সাথে অনেক সময় কাটাতেন।

অনেক সময় অনেক কাজের ব্যস্ততার কারণে শিশুদের সাথে কোয়ালিটি টাইম ব্যয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য সবার উচিত যে পারিবারিক কাজকর্ম গুলোর একটা রুটিন থাকা। খাওয়ার সময়, ঘুমের সময়, নামাজের সময় ইত্যাদি তখন এটা দায়িত্ব বলে মনে হবে এতে করে সন্তানদের সময় দেওয়া সহজ হয়ে যাবে।

সবকিছু আস্তে আস্তে করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন হতে সময় নেয়। অনেক সময় পিতা-মাতা যখন কোন প্রকার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়াই সন্তানদের উপর হঠাৎ আইন জারি করে বসেন। এতে সন্তানরা ক্ষুব্ধ হয়। পিতা-মাতার উচিত আইন জারি করার আগে তাদের মানসিক শারীরিক সেই নিয়মের জন্য প্রস্তুত করা। আস্তে আস্তে করতে উৎসাহ দেয় উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় ইসলাম সন্তানদের ১০ বছর থেকে নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক করেছে।পিতা মাতাকে সাত বছর থেকে   তাদের নামাজের প্রতি উৎসাহ   করার আদেশ দিয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন - "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর থেকে নামাজের আদেশ দাও এবং ১০ বছর থেকে তাদের শাস্তি দাও যদি নামাজ না পড়ে" এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। আবু দাউদ

ইসলামিক আদব

নির্দিষ্ট সময়ে কিছু আমল করার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটা পদ্ধতি, যা একজন ব্যক্তিকে জীবনের প্রত্যেকটা ধাপে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে সাহায্য করে।

কীভাবে খেতে হয়, কীভাবে পান করতে হয়, অন্য মানুষদের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়-সবই ইসলাম শেখায়। যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামি আদব মেনে চলে, তখন পুরো সমাজ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়। সে সমাজ অন্ধকারে বাতিঘরের ন্যায় জ্বলজ্বল করতে থাকে, তখন অন্যান্য সমাজ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

একটা শিশুর খাওয়া ও পান করার আদব, খেলাধুলা, কথা বলা সবকিছুই তার পরিবারের পরিচয় বহন করে। একটি সুন্দর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুকে নগণ্য মনে করা কাম্য নয়। আবু হাফস উমর ইবনে আবি সালামা বলেন-

'আমি রাসূল-এর যত্নে গড়া একটি শিশু ছিলাম। যখন আমি খেতে বসতাম, আমার বেখেয়াল হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরত। রাসূল বলতেন-"আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাতে শুরু করো এবং কাছ থেকে শুরু করো।" তখন থেকে তিনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন, সেভাবে আমি খাওয়ার চেষ্টা করি।' বুখারি ও মুসলিম

মুসলমানদের সমাজজীবনের আত্মা হচ্ছে আদব। আদব ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনাও করা যায় না। নবুয়ত পাওয়ার আগেও নবি করিম-এর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি তাঁর আশপাশের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দরদি ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর ও মোলায়েম ভাষায় কথা বলতেন এবং অন্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা দিতেন। এর জন্য তিনি কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাই সাধ্যমতো তাঁকে অনুসরণ করাই একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সফলতা।

ইসলামে আদবের যে অপরিহার্য উপাদান গুলোর প্রতিটি অভিভাবকের শেখাও শেখানো উচিত তা হল -

অভিবাদন অভিবাদন কিভাবে অন্য একজন মুসলিম বা অমুসলিমকে অভিবাদন জানাবে কে প্রথমে আগে তাকে সালাম দিবে এবং কিভাবে অন্য একজন সালামের জবাব দিবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্তানদের উত্তম উপায়ে শিখানে উচিত।

অনুমতি

অন্য কারো রুমে কিংবা বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিভাবে অনুমতি নিতে হয় তা বাচ্চাদের শিখাতে হবে।

কথা বলা :কথা বলা নিচু করে কথা বলবে এবং বড়দের ইজ্জতের সাথে সম্বোধন করবে। প্রতিদিন কথা বলার ক্ষেত্রে কোন কোন ভাল শব্দগুলো চয়ন করবে কথা বলার সময় কোন পরিস্থিতিতে ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, প্রভৃতি ইসলামী শব্দগুলো চয়ন করবে।

অঙ্গিকার রক্ষা

যত ছোট অঙ্গীকারই হোক না কেন পূরণ করা কর্তব্য। সন্তানদের সাথে তাদের কখনো এমন ওয়াদা করা উচিত না যাতে পূরণ করতে পারবেনা। তাদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে যা সন্তানের মিথ্যের দিকে উৎসাহিত করবে। সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে কোন বিষয়ে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে তা যতই ছোট হোক না কেন।

সময়ানুবর্তিতা

অভিভাবকদের উচিত তাদের প্রত্যেকটা কাজ সময়মতো করা। তা হতে পারে সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, অথবা কোন দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা, এতে সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে তাদের কাজগুলো সময় মত করার উৎসাহ পাবে।

খাওয়া ও পান করা

একটি পরিবারের জন্য খুব ভালো অভ্যাস যে প্রতিবেলা খাবারের শুরুতে ও শেষে দোয়া পাঠ করে খাবে। শুধু হালাল খাবারই নয় বরং সুষম খাদ্য গ্রহণেও অভ্যস্ত হতে হবে। শেখাতে হবে তারা কিভাবে খাবে এবং পান করবে দাঁড়িয়ে বা রাস্তায় হেঁটে হেটে খাওয়া পরিহার করতে হবে।

ভালো আচরণ

দৃষ্টি নত রাখা হাসিমুখে থাকা নম্রভাবে হাটা। যখন অন্য কোন ব্যক্তি রুমে থাকে তখন একজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা না বলা। শেয়ার

করা।কারো বিপদে হাসা হাসি না করাই একজন মুসলিমের চরিত্র এগুলো সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে।

পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

অনেক ইবাদতের প্রথম শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা যেমন নামাজ কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَبٍ تَكْنُونِ لَا يَسْةَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“নিশ্চয়ই এটা মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না” (সূরা ওয়াকিয়া ৭৭ থেকে ৭৯)

আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি শারীরিক অত্যধিক পবিত্রতাকে ভালোবাসেন -

“আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং তাদেরও যারা নিজেদের পবিত্র করে “

সুতরাং বাচ্চাদের পবিত্রতা পরিছন্নতার উপর বেশি জোর দিতে হবে। এবং তাদেরকে গোসল করার পদ্ধতি শেখাতে হবে ।বাচ্চাদের যদি শুক্রবারে সকালে গোসল দেয়া হয় তবে তা অনেক ভালো। এতে শুধু কিভাবে গোসল করতে হয় তাই শিখবে না বরং জুমার দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা জানতে পারবে।

হালাল ও হারাম

আপনার বাড়িটা কত বড় আপনার সম্পত্তির পরিমাণ কত এটা বড় প্রশ্ন নয়। বরং যা কিছু ভোগ করা হচ্ছে হালাল কিনা সেটা বড় প্রশ্ন যখন। একটা পরিবারের হালালের উপর ভিত্তি করে চলবে তখনই শুধু মহান আল্লাহর রহমতের অধিকার হবে। তাই হালাল-হারাম সম্পর্কে বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন থাকতে হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করেন -

"আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন" (মুসনাদ আহমদ)

মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতামাতার কর্তব্য

সাধারণ পিতা আমাদের সন্তানদের প্রথম শিক্ষক রোল মডেল ও প্রশিক্ষক সন্তানদের প্রতি পিতামাতার বিশেষ করে মায়েদের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের ভালো চান। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসবে।

তাই সন্তানের উত্তম চরিত্র গঠনের পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে মাকে। তারপর বাবার।

মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিটি সন্তান হবে আদর্শ চরিত্রবান।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَہْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُہَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْہَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَہُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "হে ইমানদাররা, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছেন কঠোর ফেরেশতাকুল, সৃষ্টিগতভাবে ফেরেশতাদের আল্লাহর অবাধ্যতার শক্তি দেওয়া হয়নি।" সর্বদা তারা আল্লাহর হুকুম পালন করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা (ফেরেশতারা) তা অমান্য করে না, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন।তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে। ' (সুরা তাহরিম, আয়াত ৬)

ইসলামি বিধান অনুযায়ী আমাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন বাবা বা মা হিসেবে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের এ বিধান পালন করছি যদি করে থাকি, তবে কিশোর গ্যাংয়ের মতো কালচার আমাদের দেশে গড়ে উঠছে কীভাবে

ইন্টারনেট প্রযুক্তি আমাদের বিশ্ব সমাজ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে। এর ফলে নানা রকম আচার-আচরণ এমন কী বাচনভঙ্গিও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলন করছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমাদের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পশ্চিমা জীবনধারার প্রতি এক ধরনের মোহ তৈরি করছে। ফলে পশ্চিমা জীবনধারার ভালো দিকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কিশোর গ্যাংয়ের মতো ভয়ানক কালচারগুলোও আমাদের সমাজে জায়গা করে নিচ্ছে।

একসঙ্গে মাদক নেওয়া, নিজ সীমানা নির্ধারণ করে চাঁদাবাজি, অপর গ্যাংদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মারধর এসবই মূলত কিশোর গ্যাংগুলোর আচরণগত বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই সুযোগসন্ধানীরা কিশোরদের দিয়ে অপরাধ করিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটে নেয় এবং তাদের আরও অপরাধ করতে উৎসাহিত করে। তাই কিশোরদের সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য বড়দের নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসা জরুরি। সমাজে যারা অপরাধে যুক্ত তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশু-কিশোরদের পাশে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি। কোনো অবস্থাতেই যেন কিশোররা অপরাধে যুক্ত হতে না পারে সেজন্য সমাজে সংগঠন তৈরি করে কিশোর গ্যাংসহ সব অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,- ‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর এ ব্যাপারে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। ’ বুখারি।

আমাদের সন্তান মাদকে আসক্ত কিনা, কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত কিনা, এসব বিষয়ে খেয়াল রাখার দায়িত্ব আমাদের। অপরাধ করলে শাসন থেকে একবারে উদাসীন হওয়া যাবে না। আবার শাসনের নামে অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। তাকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “
অন্যায় ও পাপ কাজ দেখলে কেউ যদি তা বাধা না দেয়, নির্মূল করতে চেষ্টা না করে, তাহলে অচিরেই তারা আল্লাহর আজাবে পতিত হবে” তিরমিজি
অপরাধ থেকে রক্ষার জন্য নিজ সন্তানকে সময় দিতে হবে। তাদের বন্ধু নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে কৌশলে প্রভাবিত করতে হবে। আপনার সন্তান যাতে বিপদগামীদের সঙ্গে না মিশে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সুন্দর আচারব্যবহার শেখাতে হবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, নামাজসহ অন্য ইবাদতে অভ্যস্ত করে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ কর এবং তাদের ভালো ব্যবহার শেখাও। ’ (বুখারি)
পিতা মাতার প্রতিদিনের রুটিনে নিম্নুক্ত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

1. প্রাত্যহিক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রদর্শিত বিধান অনুসরণ করুন যাতে সন্তানেরাও এর সাথে পরিচিত হতে পারে এর মধ্যে ইসলামী মৌলিক বিধি-বিধান আল্লাহর স্মরণ বিভিন্ন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম কর্তৃক নির্বাচিত দুয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনের অন্তর্ভুক্ত
2. যথা সময় সালাত আদায় করুন এক্ষেত্রে নামাজে নির্দিষ্ট সময় মোবাইলে আজানের টিউন কে ব্যবহার করা যেতে পারে। যা দিনে ৫ বার সালাতের কথা স্মরণ করে দেবে মসজিদ যদি বাসার কাছে অবস্থিত সে ক্ষেত্রে পিতা মাতার কর্তব্যের নিজের সন্তানকে প্রতিনিয়ত জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে নিয়ে যাওয়া।
3. নিজ ঘরে প্রত্যেকদিন কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জারি রাখুন যাতে শিশুরা এই অভ্যাসটা অর্জন করতে পারে। মোবাইলে কোরআন তেলাওয়াত রাখতে পারে অবসর সময়ে কিনবা গাড়িতে কাটানোর সময় এগুলো বাচ্চাকে কোরআন শ্রবণের মাধ্যমে কাজে লাগানো যেতে পারে।

4. আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতে সন্তানদের উৎসাহিত করুন। আমাদের পুরো অস্তিত্ব এবং চারদিকের মনোরম সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন প্রস্ফুটিত ফুলসহ আল্লাহ সকল সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মহিমা তুলে ধরুন।
5. প্র্যাকটিসিং মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে সন্তানরা তাদের উপযুক্ত বন্ধু সহজে বাছাই করতে পারে।
6. নিকট আত্মীয়দের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। এটি শিশুদের মাঝে সমাজবদ্ধ হওয়ার দক্ষতা এবং অন্যদেরকে সাহায্য করে আগ্রহ তৈরি করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির নবীদের সুন্নাহ, যা এক অন্যান্য সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান।
7. নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করুন। এটি পরিবারের বন্ধনকে আরো দৃঢ় এবং ইসলামিক হুকুম আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। রাসূল ﷺ ও সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে সন্তানদের থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। এতে তারা পারিবারিক বিষয়ে আরো আগ্রহী হয়।
8. সহোদরদের মাঝে কুইজ সন্ধ্যা, মুখস্ত করণ, প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন জ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলাম জ্ঞান ও তাকওয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে তরুণদের নেতৃত্বেরগুনের বিকাশ ঘটায়।
9. সন্তানদের মুসলিম বিশ্বের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উৎসাহিত করুন। এটি তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ বুদ্ধি ভিত্তিক আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সমস্যা সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরি করে। তারা এ সকল বিষয়ে কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয় নিজ ঘরে প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র টেলিভিশন ও সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন সামগ্রী রাখুন।,এতে

সন্তানরা বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকতে পারবে।

10. সন্তানদের জন্য ইতিবাচক বিনোদনের ব্যবস্থা করুন। যাতে তারা অমূলক অশালীন বিনোদন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। শিল্পকলা, বাগানে ফুলের চাষ, রান্নাবান্না, অধ্যয়ন, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন, পার্কে নিয়ে যাওয়া, আরো অনেক সুস্থ বিনোদন রয়েছে বিনোদিত করতে পারে।

কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ

“আল্লাহ তাদের কর্তব্য পরায়ন হিসেবে সম্বোধন করেন এই কারণে যে তারা পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল পিতা-মাতার প্রতি ঋণী কারণে তাদের প্রতি যে তোমার দায়িত্ব রয়েছে সে একইভাবে সন্তান তোমার দায়িত্ব রয়েছে, একইভাবে সন্তানদের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে। (আদাবুল মুফরত বুখারি)

সুতরাং সন্তান হিসেবে বাবা মার যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনি সন্তানেরও তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে। কিশোর বয়সে সন্তানদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করার বিষয়টি নিজে তুলে ধরা হলো

বিরাট পরিবর্তন

পিতা-মাতা শিশুদের যে সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষা দেন সেগুলোই তার অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিশোরেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে পদার্পণ শুরু করে তখন শারীরিকভাবে বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। এমন তাদের আবেগ অনুভূতির বিরাট   পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ধরনের বেড়ে ওঠা তাদের জীবনে বড় অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক আবার অনেকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।

জীবনে এই ধরনের হঠাৎ পরিবর্তনের কোন সহজ বিষয় না বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এই কারণে চমৎকার ব্যাপারটা তাদের কাছে হঠাৎ করে হতাশা কিংবা উদ্যোগে রূপান্তর হতে পারে। জীবনের এই পর্যায়ে পিতা মাতাকে সন্তানের জন্য নিজেদের আচার-আচরণ পরিবর্তন আনতে হয়। সন্তানকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হবে। তাদের স্বতন্ত্র আচরণকে শুধু সহ্য করলেই চলবে না বরং এটাকে পূর্ণ হয়ে গ্রহন করতে হবে। এ সময় মূলত অভিভাবকের সন্তান লালন পালনের সক্ষমতা যাচাই হয়।

শারীরিক পরিবর্তন

শারীরিক পরিবর্তন বা বয়সন্ধিকাল জীবনের সেই সময় কে বলা হয় যে সময় সন্তানদের শরীর ভিন্নমাত্রায় ভিন্ন উপায় কাজ করতে শুরু করে। যাদের শরীরকে সন্তান জন্ম সক্ষম করে তোলে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হরমোনের বৃদ্ধি তাদের শরীরকে একজন পরিপূর্ণ নারী গঠনে রূপান্তর করে এবং তাদের মধ্যে হায়েযের(ঋতুস্রাব) সূত্রপাত ঘটে। শরীরে অধিক পরিমাণে টেস্টোস্টেরন থাকার কারণে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চতা ওজন অধিক পরিমাণ বেড়ে যায় পরিবর্তন হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে লোম গজায়   বিভিন্ন ধরনের পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ঘটে।

এ সময় যেহেতু সন্তানদের মাঝে শারীরিক শক্তি ও কর্মচঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়।এজন্য তাদের দরকার শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বুদ্ধিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক   বিকাশের জন্য মানসিক পুষ্টি।

শুধু সন্তানদের শারীরিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবে না। বরং এজন্য পরিবর্তনগুলোর সাথে তারা যেন সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারে,সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পিতা মাতার উচিত

সন্তানদের সঙ্গে বয়সন্ধিকালে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিয়ে যথা সম্ভব খোলামেলা আলোচনা করা। এর মধ্যে ইসলামিক ফিকহ অনুযায়ী ঋতুস্রাব স্বপ্নদোষের পর পবিত্রতা অর্জন, শরীরে অতিরিক্ত চুল পরিষ্কার সহ বিভিন্ন ইসলামিক আচার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ সকল ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। তবে কোন ধরনের ইস্থবোধ অভিভাবকদের জন্য সন্তানদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত না রাখে। স্বয়ং কুরাআনেই এ সকল স্পর্শকাতার বিষয় শালীনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যৌন ও যৌনতা বিষয়ক আলোচনা যেন কোনো ধরনের ট্যাবু হিসেবে গণ্য করা না হয়। বরং ইসলামিক উপায়ে যথাসম্ভব শালীনভাবে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে যদি এইসব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা না হয় তাহলে তার এই বিষয়ে অন্য কোন নিকৃষ্ট থেকে তা শিখে নেবে। যা ব্যক্তির সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর তবে এ সকল বিষয়ের সাবলীল আলোচনার ক্ষেত্রে সন্তান অভিভাবকের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ গভীর সম্পর্ক অপরিহার্য।

বয়সন্ধিকালে এমন একটি সময় যখন থেকে শরিয়াহর বিধান পালন করা অপরিহার্য হয়। ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী ছেলে মেয়েরা এ সময় নিজের কর্মের জন্য দায়িত্বশীল পুরুষ ও নারী হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও এখন তারা কিশোর। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে মর্যাদা কোনো সম্পর্কের মাধ্যমে উন্নত নৈতিক সমাজ গঠনে অপরিহার্য।যা শিষ্টাচারিতার সীমা অতিক্রান্ত করে না।

বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের বিস্তারিত ও যৌক্তিক বিধান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে মাহারামদের কথা উল্লেখ রয়েছে যাদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

(যখন কোন মুসলিম যুবক-যুবতী জনসম্মুখে একত্রিত হয় তখন অবশ্যই আল্লাহকে হাজীর নাজির যিনি নিজের পোশাক ও আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।)

অনুভূতিগত পরিবর্তন

শারীরিক পরিবর্তন কিশোরদের মাঝে প্রাকৃতিকভাবে লজ্জাশীলতা ও বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করে। বিঘ্নতার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আরেক পরিবর্তন কিশোরদের কোন ভূমিকা নেই তাই এই ধরনের হঠাৎ পরিবর্তন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। এই সময় চারপাশে লোকজন তাদের ভিন্ন চোখে মূল্যায়ন করে বিধায় তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অযৌক্তিক ভাব সৃষ্টি হতে পারে।
তারা বুঝতে পারে না তারা এখনো ছোট নাকি বড় হয়ে গেছে? অথবা তারা জীবনে কোন পর্যায়ে উপনীত? এই বিষয়টি বুঝতে বুঝতেই তাদের অনেক দিন লাগে। সচেতন অভিভাবক ওবড়রা বাস্তব পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উপর অধিক চাপ প্রয়োগ করে না। বরং তারা যাতে নিজেদের মতো নতুন পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ করে দেয়।

গান কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমা এবং বাঙালি কালচার নামের নানা রকম শিরক!

1. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের সন্তানদের মনে বাঙালি কালচারআর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ বিরোধী বিশ্বাস ঢুকেছে?

২.আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমি এবং আমার সন্তানের কি ধরনের বই গল্প উপন্যাস কবিতা পড়েছে?এবং এই ধরনের গল্প উপন্যাস বা কবিতার স্লো পয়জনিং আমরা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছে?

৩. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমি এবং আমার সন্তানেরা সাধারণত কি ধরনের গান শুনে থাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত বলি, আর পল্লীগীতি বলি, আর মারফতি বলি, আর দেশাত্মবোধক বলি, আর লালনগীতি বলি, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলি এই ধরনের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক। মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

৪. আমি কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরনের নাটক-সিনেমা দেখছি? এই ধরনের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দি মুভির মধ্যেই থাকে হিন্দুদের পূজা যা আমি দেখছি এবং শিরকের প্রশ্রয় দিচ্ছি। আবার হিন্দি মুভি যখন শুরু হয় তখন দেব-দেবীর নামে তা শুরু করা হয়। আসুন একটিবার গভীরভাবে ভেবে দেখি আমার ঘরে আমি এই টেকনোলজির মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে হিন্দুদের মূর্তি পূজার আশ্রয় দিচ্ছি।

৫. আজকাল আমাদের সন্তানেরা রক সঙ্গীত খুব ভালবাসে। আমি কি জানি আজকালকার রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিসের (শয়তানের) পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? যেমন: এ ধরনের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....."। সন্তানের মা-বাবা হিসেবে আমি কি একটিবার চিন্তা করে দেখেছি যে আমার সন্তানেরা কি ধরনের গান শুনছে? তাদের কানের মধ্যে যে সারাক্ষণ হেডফোন লাগানো থাকে তাতে তারা কি শুনছে আর কি অর্জন করছে?

সন্তানদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺএর পরিচয় তুলে ধরি

সন্তানদের বৃদ্ধিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির সাথে বিস্তারিতভাবে পরিচিত করিয়ে দেই। তিনি যে আল্লাহর নবী ও মানবতার শেষ নবি তা বুঝিয়ে দেই। সন্তানকে বুঝিয়ে বলি তিনি ছিলেন সবচাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছোটদেরও বন্ধু ছিলেন। ছোটরা রসূল এ-কে খুব ভালবাসতো, তিনিও ছোটদের ভালবাসতেন। আমার সন্তানকে বলি যে রসুল এ শ্রেষ্ঠ মানবদরদী ছিলেন, তিনি সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, উত্তম স্বামী ছিলেন, আদর্শ বাবা ছিলেন, আল্লাহর সকল সীমার সংরক্ষণকারী । ছিলেন, মানবতাবাদী সেনাপতি ছিলেন (সর্বনিম্ন লোক ক্ষয়ে তিনি যুদ্ধ শেষ করতেন, শত্রুপক্ষের আহত লোকদের সেবা করতেন। নারী, বৃদ্ধ,

শিশু, পাদ্রী, ধর্মশালা, ফলবতী গাছ, ফসল ইত্যাদি তিনি যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতেন অর্থাৎ এদের আক্রমণ করতেন না)। এ বিষয়গুলির পেছনে যে ইতিহাস আছে তা গল্পাকারে শুনিয়ে দেই। বলি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ ২। রসূল এ-এর জীবনের উপর লেখা বই খুবই সহজলভ্য, এসব বই এবং তার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা মুভি ও কার্টুন সংগ্রহ করি এবং পরিবারের সকলে মিলে জ্ঞান অর্জনের লক্ষে উপভোগ করি।

আমাদের সন্তানদের জন্য গাইডলাইন

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না। (সূরা আন'আম : ১৫১)

সন্তানদের একাডেমিক ইসলামী শিক্ষা

অনেকেরই ধারণা যে, বাসায় একজন হুজুর রেখে দিলে বা সন্তানকে বিকেলে বা সকালে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেলবে এবং পাক্কা মুসুল্লি হয়ে যাবে। এ ধারণা ভুল। সাধারণত ওখানে কুরআন তিলাওয়াত অর্থাৎ শুদ্ধ করে কুরআন রিডিং পড়তে শিখানো হয় মাত্র। ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো হয় না। তবে কোন কোন জায়গায় কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কিছু মাসলা-মাসায়েল, দু'আ হয়তো শেখানো হয়।

তাই আমাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলিম বানানোর জন্য তার সাধারণ এডুকেশনের পাশাপাশি real life oriented "Islamic Science & Islamic Studies" পড়াতে হবে, যেখানে তার জীবন পরিচালনার জন্য

থাকবে সমস্ত শিক্ষা। সন্তানদেরক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আমাদের নিজেদেরই নিজ ঘরে উদ্যোগ নিতে হবে।

সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যার দু'আ শিক্ষা দোয়া

আমাদের প্রিয় নাবী এ দৈনিন্দিন জীবনে কিছু দু'আ পাঠ করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসের আমলকারী আড৪৫ল্লাহর কোন বান্দা সে সমস্ত দু'আ পাঠ করেন তাহলে তিনিও আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারবেন। আমাদের সন্তানদের জন্য এই সকল দু'আ আরবী, অর্থ এবং উচ্চারণসহ আমাদের ছোটদের জন্য প্রকাশিত দু'আর বইতে পাওয়া যাবে। এই দু'আগুলো মুখস্থ করানোর বিষয়েও মা-বাবাকে সিরিয়াস হতে হবে এবং প্রতিদিন অন্ততপক্ষে দু'টি বা একটি দু'আ অর্থসহ সন্তানদের মুখস্থ করাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমার সন্তান প্রতিদিন এই দু'আগুলো তার কাজ জীবনে ব্যবহার করছে কিনা। যেমন, খাওয়ার সময় বা টয়লেটে ঢুকার সা দু'আ না পড়ে তাহলে তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে। এভাবে প্রথম যে তাকে কিছু দিন দু'আগুলো আমল করার বিষয়ে তাগাদা দিতে হবে এবং এক সময় সে এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন:

- ঘুমানোর সময় দু'আ
- ঘুম থেকে উঠে দু'আ
- খাওয়া শুরুর ও শেষে দু'আ
- পায়খানার দু'আ
- ওযু করার পর দু'আ
- সলাতের মধ্যে দু'আ
    - পাঁচ ওয়াক্ত সলাত শেষে দু'আ
- বিপদ-আপদের দু'আ
- আযানের দু'আ
    - বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

- বাড়ীতে প্রবেশের দু'আ
- যানবাহনে চড়ার দু'আ
- মা-বাবার জন্য সন্তানের দু'আ
- স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ
- মুখের জড়তা দূর করার দু'আ
- সকাল-সন্ধ্যার দু'আ

সন্তানদের পড়ালেখায় ভাল করার বিষয়ে বাবা মায়ের সহায়তা:

সন্তানের জন্য দু'আ করা : সন্তানের জন্য সব সময় দু'আ করতে হবে। অনেক বাবা-মায়েরাই সন্তানের জন্য নিমমিত দু'আ করেন না। সন্তান যেন সব বিষয়েই ভাল করে সেজন্য প্রতি ওয়াক্তের সলাতের শেষে দু'আ করা উচিত।

ভাল স্কুল/কলেজ নির্বাচনঃ এই বিষয়টি আমাদের দেশে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল বাবা-মায়েরাই চান তার সন্তান একটি ভাল স্কুলে বা কলেজে পড়বে। তবে যে সকল স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সেকুলার বা ইসলাম বিদ্বেষী সেই সকল প্রতিষ্ঠান যতো ভালই হোক না কেন সেগুলোতে সন্তানদেরকে ভর্তি না করালেই ভাল। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরে।

পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট করতে পারে তা থেকে সতর্কতা: ঘরে যদি এমন কিছু থাকে যার কারণে সন্তানদের পড়ালেখায় ক্ষতি হতে পারে তা সরিয়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় টেলিভিশন সন্তানদের পড়ালেখার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাসার বড়রা কেউ হয়তো ড্রইংরুমে বসে টিভিতে নাটক দেখছে তখন ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন বসে না, তাদেরও নাটক দেখতে ইচ্ছে করে, তদের মন পড়ে থাকে টিভির মধ্যে।

পারিবারিক রুটিন থাকা উচিত: আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়তে বসে। কিন্তু সেই সময় যদি প্রায়ই বাসায়

মেহমান আসে বা বাবা-মায়ের বন্ধু-বান্ধব আসে তাহলেও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি হয়। পারিবারিক রুটিন এমন হওয়া উচিত যেন তারা পড়তে বসে বাধার সম্মুখিন না হয়। পরিচিতরাও যেন পারিবারিক রুটিন সম্পের্কে অবগত থাকে।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেয়াঃ আমি যেনো আমার সন্তানদের ভালভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেই, পরিচয় করিয়ে দেই, পরিবারিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেই। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল করার উৎসাহ বাড়বে।

অর্থ খরচ করার মানসিকতা: আর্থিক সমস্যা না থাকার পরও কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের প্রয়োজনীয় খাতা, বই, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারী কিনে দিতে চান না। গাফিলতি করে সন্তানদের স্কুল-কলেজের বেতন দেরী করে দেন, প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিংয়ের বেতন ঠিক মতো দিতে চান না। এই ধরনের মনমানসিকতাও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

স্পেশাল কেয়ার (তত্ত্বাবধান): যে সন্তানটি কম মেধা সম্পন্ন বা একটু দেরীতে বুঝে বা একটু কম বুঝে, তাদের পিছনে অতিরিক্ত সময় দেয়া উচিত। তাকে অবহেলা করা ঠিক না বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা একেবারেই ঠিক না। তাকে প্রচুর পরিমানে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বাস্থ্যগত সমস্যায় করণীয়: কোন কোন ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তাদের দিকেও স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। তার স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে হবে।

স্টাডি টুরের ব্যবস্থা করা: অনেক স্কুল-কলেজে স্টাডি টুরের ব্যবস্থা থাকে। সন্তানদের স্টাডি টুরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে। স্টাডি টুরের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটে। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে স্টাডি টুরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশায় সুযোগ না পায়।

স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা: ছাত্র-ছাত্রীরা স্কলারশিপ পেলে পড়ালেখায় আরোউৎসাহ পায়। তাই তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া

উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপ ছাড়াও আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, খোঁজ-খবর নিয়ে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো: বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারের আরো অনেক কাজ করতে হয়। যেমন ঘরের কাজ, বাজার করা, বিল দেয়া, বাবার ব্যবসা দেখা ইত্যাদি। এই কাজগুলো করা ভাল তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজগুলোর যেন একটা সীমা থাকে। তাদের ঘারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না এতে পড়ালেখার ক্ষতি হতে পারে।

পরীক্ষায় খারাপ করলে করণীয়: সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে তার জন্য চেচামেচি করে বাসা মাথায় করা যাবে না। তার সাথে দূর্ব্যবহার করা যাবে না। তার সাথে সময় নিয়ে বসতে হবে, বুঝতে হবে কেন সে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, তার প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানের দিকে যেতে হবে। তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে তার পেছনে বাবা-মাকে আরো অতিরিক্ত সময় দিয়ে তার দুর্বলতাগুলো দূর করতে হবে।

পরিমিত ঘুম প্রয়োজন: অনেক ছেলেমেয়েরাই রাতে দেরীতে ঘুমোতে যায়,এটি মোটেও ঠিক না। সেদিকে বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা যেন বেশী রাত না করে। ঘুম পরিমিত না হলে সকালে উঠতে কষ্ট হয়, ফজর সলাত মিস হতে পারে এছাড়া সারা দিন ক্লাসেও মন বসবে না।

সন্তানের পড়ার স্থান কেমন হবে: পড়ার স্থানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস থাকে, জানালা থাকলে খুবই ভাল। পড়ার জন্য রিডিং টেবিল এবং হাইট অনুযায়ী চেয়ারও প্রয়োজন। এতে তার পড়ালেখায় মনোযোগ আসবে। অনেক মা-বাবা আছেন বৈদ্যুতিক বিল কমাবার জন্য বাসায় সব সময় স্বল্প আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। পরামর্শ থাকবে যে, যদি সামর্থ থাকে অন্তত সন্তানদের পড়ালেখার সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

দারিদ্রতা দূর করা: দারিদ্রতার কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো পড়ালেখায় মন বসাতে পারে না। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে দারিদ্রতামুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য সবসময় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে।

পারিবারিক দাওয়াত: পারিবারিক দাওয়াত প্রায় সকল পরিবারেই রয়েছে, বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। অতিরিক্ত পারিবারিক দাওয়াত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি করে। তাই বলে কোনো দাওয়াতেই না যাওয়া উচিতও নয়। এমনিতেই আজকালকার সন্তানরা অনেকটা অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে অনলাইন যোগাযোগে অভ্যস্ত হবার কারণে। এই দাওয়াত খাওয়া এবং দাওয়াত দেয়া দুটোই কন্ট্রোল করা উচিত। যখন তখন ছেলেমেয়েদেরকে বাসায় রেখে দাওয়াতে চলে যাওয়া ঠিক না আবার তাদেরকে হঠাৎ করে পড়া বাদ দিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়াও ঠিক না। দাওয়াতের বিষয়ে সন্তানদের প্রতিদিনের ক্লাসের হোমওয়ার্ক এবং পরের দিনের ক্লাস ও সামনের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে প্ল্যান করতে হবে।

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা: কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। এটি সন্তানের মনে আঘাত হানে। সন্তানের কোন বন্ধু যদি ভাল না হয় তাহলে তার সাথে খারাপ আচরণ না করে নিজ সন্তানকে তার বন্ধুর খারাপ দিকগুলো বুঝাতে হবে এবং সে যেন আস্তে আস্তে তার এই বন্ধু থেকে সরে আসে।

আমার সন্তানের সলাতের ট্রেনিং

আমি কি জানি ১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর সলাত ফরয?
রসূল বলেছেন:
"সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও। এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

অনেক মা-বাবারাই সন্তানের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কোন কোন মা-বাবা হয়তো সন্তানদের মাঝে মাঝে তাগাদা দেন যে 'এই নামায পড়ো' কিন্তু এই পর্যন্তই শেষ, সে পড়লো কি পড়লো না সেই বিষয়ে তারা খুব একটা সিরিয়াস না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কেউ যদি এক ওয়াক্ত সলাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় বা না পড়ে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে তাওবা করে আবার ইসলামে ঢুকতে হয়। একটি বাচ্চার বয়স যখন ১০ বছর হয় (বা বালেগ হয়) তখন থেকে তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয। সন্তান যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় না করে এবং এক ওয়াক্তও ছেড়ে দেয় তাহলে সে জন্য সন্তানের পাশাপাশি মা-বাবাকেও আখিরাতের ময়দানে অপরাধী হিসেবে ধরা হবে।
আমরা হয়তো সন্তানের কষ্ট হবে বলে তাকে ফজরে সলাতের জন্য উঠাই না, বা বারে বারে ওযু করে সলাত আদায় করবে তার কষ্ট হবে মনে করে তাগাদা দেই না। কিন্তু আখিরাতের ময়দানে এই আদরের সন্তান মা-বাবাকে আল্লাহর সামনে দোষারূপ করবে। বলবে
হে আল্লাহ, এরাই আমাকে সলাত আদায় করা শেখায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের অভ্যাস করায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের জন্য তাগাদা দেয় নাই, এদের জন্যই আমি বেনামাযী হয়েছি।

কোন কোন মা-বাবা মনে করেন, এখন বয়স কম, এখন এই বিষয়ে বেশী সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই, বড় হলে পড়বে। এই ধরনের ধারণা একেবারেই ভুল। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয, সে যেখানেই থাকুক না কেন। আমার সন্তান স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে সলাত আদায় করে কিনা সে ব্যপারেও খেয়াল রাখতে হবে এবং তারা যেন সময় মতো যোহর ও আসর সলাত আদায় করে সে জন্য তাদেরকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে, মোটিভেশন দিতে হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরও হতে হবে। কোনভাবেই এই বিষয়ে ছাড় দেয়া যাবে না। এই বিষয়ে সন্তানদের ছাড় দেয়া মানে তাদের জীবনে মারাত্মক ক্ষতি করা, তাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনা, তাদের আখিরাত নষ্ট করা।

আমরা স্বামী-স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ে নিয়মিত না হই তাহলে আজ থেকে আমাদের দু'জনকেই নিয়মিত হতে হবে। যদি মা-বাবাকে সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়মিত আদায় করতে না দেখে তাহলে তারাও কখনো সলাত আদায়ে উৎসাহী হবে না। স্বামী/স্ত্রী পরামর্শ করবে কিভাবে সন্তানদের সলাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী করা যায়। প্রথমে তাদের নরমভাবে বুঝাতে হবে। তাদের সাথে মোলায়েম ও ভাবগম্ভীরভাবে কথা বলতে হবে। সলাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কাজ না হলে মৃদু ধমক দেয়া যেতে পারে।

সন্তানদের সিয়াম (রোযা) পালনের অভ্যাস করানো

অনেক মা-বাবারাই সন্তানের এই বিষয়টাতে গুরুত্ব দেন না। মনে রাখতে হবে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম বা রোযা চতুর্থতম। ইসলামের কোন ফরয হুকুম এবং ইবাদতের কোন মাফ নেই। যার উপর যেটা ফরয তাকে তা পালন করতেই হবে। অতি দুঃখের বিষয় অনেক মা-বাবারাই সন্তানদেরকে এই ফরয ইবাদত করতে বাধা দেন। তারা বলেন তোমার এখন সামনে পরীক্ষা এখন রোযা রাখার প্রয়োজন নেই বা তুমি এখন ছোট, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে, সারাদিন না খেয়ে থাকতে পারবে না ইত্যাদি নানা রকম অজুহাত। বাস্তবে দেখা গেছে যে মা-বাবার গাফিলতির কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা বড় হয়েও সিয়াম পালন করতে পারে না।

একটি ছেলে বা মেয়ের উপর ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই সিয়াম ফরয হয়ে যায়। তবে তাকে আরো ছোটবেলা থেকেই সিয়াম পালনের প্রাকটিস করাতে হবে তাহলে বালেগ হলে আর নিয়মিত ৩০টি সিয়াম পালন করতে কষ্ট হবে না। প্রথমদিকে ছেলেমেয়েদেরকে অর্ধ বেলা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করানো। পরবর্তী বছরে ১টি বা ২টি পূর্ণ সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা। এভাবে প্রতিবছর একটু একটু করে সিয়ামের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেই সাথে তাদেরকে রমাদান মাস ও সিয়ামের গুরুত্ব এবং তার শিক্ষাগুলো এক এক করে ব্রেইনে ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন তারা বুঝে সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত হয়, মা-বাবার ভয়ে নয়।

মেয়েকে পর্দা/হিযাব করার অভ্যাস করানো

ইসলামে নামায-রোযা (সলাত-সিয়াম) যেমন ফরয তেমনি মেয়েদের পর্দা করাও ফরয। আল কুরআনে যতোগুলো ফরয হুকুম আছে তার মধ্যে পর্দাও একটি। সূরা আহযাব এবং সূরা নূরে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম মা-বাবাকেই মেয়ের পর্দার বিষয়ে সিরিয়াস হতে হবে। মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার পর থেকে পর্দা না করে তাহলে আখিরাতে ময়দানে এজন্য সর্বপ্রথমে মা-বাবাকেই ধরা হবে তারপর মেয়েকে, তখন নিজ মেয়েও এই জন্য মা-বাবাকে দোষারোপ করবে।

একটি মেয়ের ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই পর্দা ফরয হয়ে যায়। আবার কোন কোন মেয়ের ৯-১০ বছর থেকেই পর্দা ফরয হয়ে যায়। তাই যে সকল মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় তাদের এই বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। পর্দা হচ্ছে একটি মেয়ের নিরাপত্তা, কোনভাবেই যেন মেয়ের রূপ-সৌন্দর্য এবং শারীরিক গঠন প্রণালী অন্যের নিকট প্রকাশ না পায়। তাই অবহেলা না করে খুব ছোট বয়স থেকেই মেয়ের পর্দার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত এতে বড় হলে আর পর্দা করতে কোন অসুবিধা হবে না।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মাকে এগিয়ে আসতে হবে। সন্তানের মায়ের অবশ্যই তার নিজের পর্দার ব্যাপারে কোন প্রকার শিথিলতা করা চলবে না। সন্তান যদি দেখে মা নিজেই ঠিকমত পর্দা করেন না তাহলে ছোট বয়স থেকেই সন্তানের মনের মধ্যে ঢুকে যাবে যে এটা ততোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কারণ প্রতিটি সন্তান বাবা-মাকে অনুসরণ করে থাকে।

ফরয ইবাদতের গুরুত্ব

আল্লাহর ফরয ইবাদতের বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা যাক। আমরা সবাই আমাদের সন্তানদের খুব ভালোবাসি, নিজের জীবনের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। যেমন আমার সন্তানের একদিন খুব জ্বর হলো এবং ডাক্তার ঔষধ দিয়েছে জ্বর সারানোর জন্য। কিন্তু সে ঔষধ খেতে চাচ্ছে না তিতা বলে। তিতা ঔষুধ খেতে তার কষ্ট হয়। এখন আমি যদি তার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তার কষ্টের কথা মনে করে তাকে ঔষধ খেতে না দেই তাহলে কী হবে? আবার যেমন জ্বর খুব বেশী হওয়ার কারণে শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। এখন তার তাপমাত্রা কমানোর জন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে তার শরীর মুছে দেয়া প্রয়োজন কিন্তু আমার সন্তান এই কাজটিও পছন্দ করছে না, কারণ শরীর মুছার সময়ও তার কষ্ট হয়। এবার আমি যদি তার কষ্টের কথা চিন্তা করে তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে তার শরীর মুছে না দেই তাহলে কী হবে? ঔষধ না খাওয়ার কারণে এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে হয়তো তার জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে। ঠিক উপরের উদাহরণের মতো সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে ভোরে উঠতে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে ফজরের সলাতে না ডাকি, রমাদান মাসে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে সিয়াম পালনে গুরুত্ব না দেই, পর্দা করার বিষয়ে গুরুত্ব না দেই তাহলে আদরের সন্তানদের নিয়ে আখিরাতে একই ঘটনা ঘটবে।

সন্তানদের শাসন করা

আমরা অনেক মা-বাবা কথায় কথায় সন্তানদের চর থাপ্পর মারি। কোন কোন মা-বাবা সামান্য পড়া না পারার কারণে বা দুষ্টামি করার কারণে, বা পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করার কারণে সন্তানদের অমানবিক শাস্তি দেন! লাঠি দিয়ে চোরের মতো পেটান! কোন কোন শিক্ষকরা বেত দিয়ে পিটিয়ে রক্ত বের করে ফেলেন, হাত-পা ফুলিয়ে দেন, হাতের কাছে বেত না থাকলে ডাস্টার দিয়ে মাথায় মারেন, পেন্সিল দুই আঙুলের চিপায় ঢুকিয়ে দাগি আসামীকে রিমান্ডে নেয়ার মতো শাস্তি দেন! অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলোতে ইয়াতিম ছাত্রদের হুজুররা পিটিয়ে পিঠের চামড়া ফুলিয়ে ফেলেন!
আমাদের এলাকার একজন ছাত্রকে ভর্তি করানো হয় সোনারগাঁও মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার নাম সম্ভবত আমার মনে নেই। ওইখানের এক হুজুর এমন ভাবে পিটাইছে। পিটাতে পিটাতে তাকে মেরেই ফেলে। পোস্টমাডাম রিপোর্টে আসে যে তার কিডনির এক সাইডে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় সে মারা যায়।
এমন অনেক ঘটনা আমরা ইন্টারনেটে বা নিউজে দেখতে পাই । কিছু অভিভাবক আছে তারা সন্তানকে মাদ্রাসায় দিতেও ভয় পায়। তারা ভাবে সন্তানকে যদি না পাই।
শাসন মানেই মার-ধর না, শারীরিক নির্যাতন নয়। সন্তানের গায়ে হাত দেয়া ছাড়াও শাসন করা যায় এবং সেটাই হচ্ছে প্রকৃত শাসন। যদিও আমরা এখানে শাসন শব্দটা ব্যবহার করেছি কিন্তু এটাকে আমরা সংশোধন প্রক্রিয়া বলতে চাই। আমাদের শাসন হবে সংশোধন প্রক্রিয়ার একটা উপায় মাত্র। আর সংশোধন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হবে যেনো আমাদের সন্তান তার ভুলটি বুঝে এবং ভবিষ্যতে সেটা করা থেকে বিরত থাকে। সংশোধন প্রক্রিয়া সন্তান প্রতিপালনের অন্যতম একটা অংশ। অনেক মা-বাবারা তাদের সন্তানদের ছোটবেলায় শাসন করতে চান না। বলেন, "ও তো এখনো ছোট, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে"। কিন্তু একদম শাসন না করা বা সংশোধন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন না করাও ঠিক না।

ছোটবেলা থেকে একটা শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড যদি মা-বাবা না শেখায় তবে সে "ঠিক" হবে কী করে? আগেকার আমলে ছোটবেলায় ছেলেমেয়েরা নিজ বাবাকে দেখলে পালিয়ে থাকতো, সাধারণত তার কাছে বা সামনে যেতে ভয় পেতো। আর আজ শিক্ষার বদৌলতে, জ্ঞানের প্রসারতার কারণে ছেলেমেয়েরা বাবাকে দেখলে দৌড়ে কাছে আসে, পালিয়ে বেড়ায় না, মায়ের মতো বাবার কাছেও আবদার করে।

সতর্কতা: কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের গালে চর বা থাপ্পর মারেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। ইসলামে কারো গালে আঘাত করা নিষেধ। গালে চর মারার অনেক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। যেমন গালে চর মারার কারণে বাচ্চার ব্রেইনের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া মাথায় চর-থাপ্পর দিলে ঐ একই ঘটনা ঘটতে পারে। আবার দেখা যায় যে গালে বা মাথায় মারতে গিয়ে কেউ কেউ বাচ্চার কানের মধ্যে চর মারেন, এতে হয়তো শিশুর কানের বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে গালে, কানে বা মাথায় আঘাত করা মোটেও ঠিক না। এতে সন্তান বিকলাঙ্গ বা বধির হয়ে যেতে পারে।

আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে

আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে সে ধরনের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ফলে সে কী করে না করে সবই আমি জানতে পারবো। আল্লাহ না করুন, সে কোন নেশা জাতীয় মাদক সেবন করে কিনা, বা সে ধরনের কোন গ্রুপের সংস্পর্শে চলে যায় কিনা তা কৌশলে খেয়াল রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সন্তানদের সাথে নিয়ে ইসলামিক ভিডিও দেখা যেতে পারে। এখন কোয়ালিটি সম্পন্ন ইসলামিক ডিভিডি আমেরিকা, ব্রিটেন আর ক্যানাডায় তৈরী হয়। এখানে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন প্রকাশনা বাজারে ছাড়ছে। ব্যাপক হারে পাশ্চাত্য দেশের গুণীজন ইসলাম গ্রহণ করছেন। এটা গোটা মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষার বিষয়।

সন্তান প্রতিপালনে লোকমান হাকিমের উপদেশ

আল কুরআনে সূরা লুকমানে লুকমান তার ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা এখানে আলোচনা করা হল। কারণ, লুকমান তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতে উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আদর্শ করে রেখেছেন। লুকমান কোন নাবী বা রসূল ছিলেন না, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন এবং তার সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতেন তাই মহান আল্লাহ তাকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। লুকমান তাঁর ছেলেকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তা নিম্নরূপ: মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে বলেন:

وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

অর্থ: "(আর স্মরণ কর) যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল।" (সূরা লোকমান। আয়াত-১৩)

এ উপদেশগুলো ছিল অত্যন্ত উপকারী, যে কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে লোকমান হাকিমের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেন।

প্রথম উপদেশ: তিনি তার ছেলেকে বলেন-

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অর্থ: "হে আমার প্রিয় বৎস। আল্লাহর সাথে শিরক কর না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান: আয়াত-১৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রথমে তিনি তাঁর ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন মানব শিশুকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হলো যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থাকো। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অনুপস্থিত ও অক্ষম লোকের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল বলেন-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ: "দুআ হলো ইবাদত" (তিরমিযী-৩৩৭২)

সুতরাং আল্লাহর মাখলুকের নিকট দুআ করার অর্থ হলো, মাখলুকের ইবাদত করা, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ.

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনায়ন করেছে অথচ তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুমকে একত্র করেনি।" (সূরা আন-আম। আয়াত-৮২)

এ আয়াত নাযিল করেন, তখন বিষয়টি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হলো, এবং তারা বলাবলি করল যে, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার ওপর জুলুম অবিচার করে না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আলোচনা শুনে বললেন-

لَيْسَ ذَلِكَ . إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ . أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم.

অর্থাৎ, "তোমরা যে রকম চিন্তা করছ তা নয় এখানে আয়াতে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শিরক। তোমরা কি লোকমান তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছে তা শোননি? তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন-

হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক কর না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সহীহ বুখারী: হাদীস-৩৪২৯)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে কিছু উপদেশ দেন লোকমান এর উপদেশের পর, সে বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِير.

অর্থ: "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তা আমার কাছেই।" (সূরা লোকমান। আয়াত-১৪)

লোকমান তাঁর ছেলেকে আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা তার মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মাতা-পিতার অধিকার সন্তানের ওপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোট বেলায় লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের খরচাদি, পড়া-লেখা ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করেছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে

তুলেছেন। তাই তারা উভয়ে সন্তানের পক্ষ হতে আনুগত্য, সদাচরণ ও খেদমত পাওয়ার অধিকার রাখেন।

মাতা-পিতা যখন সন্তানকে শিরক বা কুফরের আদেশ করেন তখন তা মানা যাবে না। তখন সন্তানের করণীয় কি হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন-

وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।" (সুরা লোকমান: আয়াত-১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা ভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের বাতিল দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য রে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। বে তারা যদি সঠিক দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে গনো প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের বাতিল দ্বীন কবুল না রে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোনো প্রকার তিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। ার মুমিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।'

কথার সমর্থনে আমি বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীও বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করে, তিনি বলেন। যেমন-

لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

অর্থ: "আল্লাহর নাফরমানি করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য চলবে না। নুগত্য হবে একমাত্র ভালো কাজে।" (সহীহ বুখারী: হাদীস-৭২৫৭,৬৮৩০)

তৃতীয় উপদেশ: লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে অতি ক্ষুদ্র অপরাধ রতেও নিষেধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দেন, হান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ 'আলা বলেন-

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ
السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

অর্থ: "হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পিরমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা মনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী জি।" (সূরা লোকমান: আয়াত-১৬)

য়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, আমলনামা যতই টি হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, য়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে জন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া
হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয় হবে।

তৃতীয় উপদেশ: লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে সালাত কায়েমে উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

অর্থ: "হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম কর" (সূরা লোকমান: আয়াত-১৭) তুমি সালাতকে তার ওয়াজিব ও রোকনসহ আদায় কর।

চতুর্থ উপদেশ: লোকমান তাঁর সন্তানকে ভালোকাজের আদেশ ও মন কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। পবিত্র কুরআনে তা বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থাৎ "তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষলেন নিষেধ কর।" (সূরা লোকমান: আয়াত-১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদে সাথে কোনো প্রকার কঠোরতা করবে না।

পঞ্চম উপদেশ: আল্লাহ বলেন وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ "যে বিপদ তোমা উপরে আসে তার ওপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"

আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারা ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখী হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হা তখন তোমার করণীয় হলো, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তম হওয়া। রাসূল বলেন-

مُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ ، أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُم.

অর্থ: "যে ঈমানদার মানুষের সাথে উঠা-বসা ও লেনদেন করে এবং তা যে সব কষ্ট দেয়, তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, সে যে মুমিন মানুষের সাথে, উঠা-বসা বা লেনদেন করে না এবং কোনো কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নয় তার থেকে উত্তম।" (সুনানে বায়হাকী। হাদীস-১৯৯৬১)

উক্ত কাজগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থ: "নিশ্চয় এগুলো অন্যতম সংকল্পের কাজ।" অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে য কষ্ট দেয়, তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা অন্যতম দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ। (সূরা লোকমান: আয়াত-১৭)

ষষ্ঠ উপদেশ: লোকমান তার ছেলেকে মানুষের সাথে কথোপকথনের শষ্টাচার শিক্ষা দেন। পবিত্র কুরআনে সে বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ চাআলা বলেন-

وَلَا تُصَعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاس.

নর্থ, "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা লোকমান: আয়াত-১৮)

মাল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের ওপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। তাদের হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হবে।'

, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

অর্থ: "তোমার অপর ভাইয়ের সম্মুখে তুমি মুচকি হাসি দিলে, তাও সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।" (সুনানে তিরমিযী: হাদীস-১৯৫৬)

স'প্তম উপদেশ: অহংকার না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا.

এর্থ: "অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাঁটা চলা করবে না " (সূরা লোকমান: আয়াত-১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করবে।।

কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُور.

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লোকমান। আয়াত-১৯

অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের ওপর বড়াই করে, মহা আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না।

অষ্টম উপদেশ: নমনীয় হয়ে হাঁটা চলা করা।

মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন-

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ.

অর্থ: "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।" (সূরা লোকমান: আয়াত-১১

তুমি তোমার চলাচলে স্বাভাবিক পন্থা অবলম্ব করে চলাচল কর। খুব দ্রুত হাটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও চলবে না। মধ্যম পন্থা চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

নবম উপদেশ: নরম সূরে কথা বলা।

লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে নরম সূরে কথা বলতে আদেশ দেন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِك.َ

অর্থ: "তোমার আওয়াজ নিচু কর।" (সূরা লোকমান: আয়াত-১৯)

আর কথা বলতে গিয়ে তুমি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। কি প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করবে না। মহান আল্ল তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير.ِ

অর্থ: "নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।"
(সূরা লোকমান: আয়াত-১
আল্লামা মুজাহিদ (র.) বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাধারআওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে-

ক. রাসূল বলেন-

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِه.ِ

অর্থ: "আমাদের জন্য কোনো খারাপ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে না। কোনো কিছু দান করে ফিরিয়ে নেয়া সেই কুকুরের মতো, যে কুকুর বমি করে তা আবার মুখে নিয়ে খায়।" (সুনানে তিরমিযী: হাদীস-১২৯৮)

খ. রাসূলﷺ আরও বলেন-

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ ، فَاسْتَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَاتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

অর্থ: "মোরগের আওয়াজ শুনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর। কারণ, সে নিশ্চয় কোনো ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শুনে তোমরা শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ, সে অবশ্যই কোনো শয়তান দেখেছে।" (সহীহ বুখারী হাদীস-৩৩০৩,৩১২৭)

লোকমান এর উপদেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয়

১. লোকমান এর উপদেশ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে সব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, পিতা তার ছেলেকে সেসব বিষয়ে উপদেশ দান করবে।

২. উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের ওপর অটল ও অবিচল থাকতে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে। কারণ, শিরক হলো এমন এক যুলুম বা অন্যায়, যা মানুষের যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়।

৩. প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হলো, মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোনো প্রকার খারাপ আচরণ না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪. আল্লাহর নাফরমানি হয় না, এমন কোনো নির্দেশ যদি মাতা-পিতা দিয়ে থাকে, তখন সন্তানের ওপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর নাফরমানি হয়, তবে তা পালন না করা ওয়াজিব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

অর্থ: "আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো মাখলুকের আনুগত্য চলে না; আনুগত্য হবে শুধুমাত্র ভালো কাজে। (বুখারী হাদীস-৭২৫৭,৬৮৩০)

৫. প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর কর্তব্য হলো, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন-মুসলিমদের পথের অনুকরণ করা। আর অমুসলিম ও বিদআতিদের পথ পরিহার করা।

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে কোনো নেককাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোনো খারাপকাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোনো প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

৭. সালাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবসহ সালাত কায়েম করা প্রত্যেক মুমিনের ওপর ওয়াজিব। সালাতে কোনো প্রকার অবহেলা না করে, সালাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং একান্ত নিমগ্নতার সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

৮. জেনে শুনে, সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে-বিপরীত হয়। আর মনে রাখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করবে; কঠোরতা পরিহার করবে। কেননা, রাসূল বলেন-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغَيْرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان.

অর্থ: "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তখন সে তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তার মুখ দ্বারা। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এ হলো, ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।" (সহীহ মুসলিম: হাদীস- ১৮৬,৪৯)

৯. মনে রাখতে হবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্য ধারণ করা হলো একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

১০. হাঁটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১১. হাঁটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাঁটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটবে না এবং একেবারে ধীর গতিতেও না।

১২. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চীৎকার করা হলো গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হলো সর্বনিকৃষ্ট আওয়াজ।

উপসংহার

'সৎ কর্মের মানসিকতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট উপহার। কিন্তু শিষ্টাচারের শিক্ষা পিতা-মাতার পক্ষ থেকেই আসে।' বুখারি

প্যারেন্টিং হচ্ছে সামগ্রিক বিষয়। যা পিতামাতা ছোট থেকে বড় পর্যন্ত একটি শিশুকে লালন পালন করে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। তারা সন্তানকে শৈশব কৈশোর যৌবন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পিতা -মাতারাই কেবল বট বৃক্ষের মতো আজীবন সন্তানের পাশে থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে প্রবেশের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক (Emotional) পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে-এই সময়ে সন্তানদের সাথে এই সকল বিষয়ে শালীনতার সাথে খোলামেলা আলোচনা করা। ছোটো শিশুদের যেমন শারীরিক ও মানসিক চাহিদা থাকে এবং আদর যত্নের প্রয়োজন, তেমনি কিশোর ছেলেমেয়েদেরও মানসিক সমর্থন, পরামর্শ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন- যাতে করে তারা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে

পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উচিত কিশোর সন্তানদের সাথে আরও অমায়িক আচরণ এবং তাদের জন্য আরও সহজ পন্থা অবলম্বন করা। মানুষ কিশোর বয়সে জীবনের সবচেয়ে জটিল সময় অতিবাহিত করে। শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও এই সময় তারা চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সেখানে তারা নিজেদের জড়াতে চায়। অনেকের জন্য এটি রোমাঞ্চকর বিষয়ও বটে। আবার অনেকে অজানা ভয়ে ভীত থাকে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক কিশোর এই সময়ে দোটানায় পড়ে যায়, ফলে তাদের মাঝে বিপরীতমুখী চরিত্র লক্ষ করা যায়। কতক সময় তারা খুবই উৎসাহী ও প্রাণবন্ত হয় এবং কতক সময় এলোমেলা ও অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে।

যে সকল অভিভাবক এই ধরনের পরিবর্তনকে সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করেন, তারা এই সকল পরিস্থিতিতে ভীত হন না। তারা সন্তান লালন-পালনে এমন এক পন্থা অবলম্বন করেন, যা পরিশেষে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। এতে সন্তানরা নির্বিঘ্নে নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থা পার করে। সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-তাদের জন্য এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা-যেটি হবে আধ্যাত্মিকতা, সম্মান ও হৃদ্যতায় পূর্ণ। এটা তাদের সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। কিশোরদের ভিত্তি যখন এই সকল পরিবেশে গড়ে উঠে, তখন তারা সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তারা হয় পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য বিরাট সম্পদস্বরূপ। এরাই বড়ো হয়ে সমাজের ইতিবাচক সমৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

কথার চেয়ে কাজ কঠিন। অভিভাবকদের অবশ্যই নিজেদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। নিজেদের সকল কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ-ﷺএর পন্থা অনুসরণ করতে হবে। দয়া, উত্তম আচরণ, ভদ্রতা, সততা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা এবং সর্বদা অন্যের সেবা করার মতো বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ধারণ করে পরিচালনা করতে হবে নিজের

জীবন। ভালো গাছ যেভাবে সুস্বাদু ফল দেয়, ঠিক সেভাবে নৈতিকতাসম্পন্ন পিতা-মাতাও চরিত্রবান সন্তান উপহার দেয়।

এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-সন্তানদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ গুণগত সময় (Quality Time) ব্যয় করা। পিতা-মাতার সংস্পর্শ সন্তান ও পিতা-মাতার মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের মনে এই বিষয়টি গেঁথে দিতে হবে-তাদের সাথে কথা বলা, তাদের উপদেশ দেওয়া কিংবা আদর দেওয়ার জন্য পিতা-মাতা সর্বদা প্রস্তুত। সন্তানের সাথে খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলে মাতা-পিতা সন্তানের অল্পবয়স থেকেই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বুঝতে পারবেন, যা সমাধান করতে সহজ হবে।

কিশোরদের জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে, এই সময়ে তারা অনেক অনিশ্চিত ও আকস্মিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। পিতা-মাতা এই সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গদানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। সন্তানদের অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় চিৎকার ও ধমক দেওয়া উচিত নয়। যে সকল কিশোর প্রতিনিয়ত অস্বাভাবিক আচরণ করে, তাদের মধ্যে যেকোনো ধরনের গোপন ভীতি কিংবা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি দানা বাঁধতে পারে। সুতরাং কষ্ট হলেও তাদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং তাদের মনের মধ্যে সৃষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তারা প্রতিনিয়তই ভুল করতে থাকবে। বিবেকবান সকল পিতা-মাতাই জানেন, কখন কিশোর সন্তানদের একা ছেড়ে দিতে হবে এবং কখন তাদের ব্যাপারে নিয়মমাফিক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিয়মকানুন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অহেতুক হস্তক্ষেপ নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। অনেক কিশোর পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে। যখন তারা দেখতে পায়, তাদের সৃষ্টিশীল ও অনুসন্ধিৎসু মননে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, তখন তারা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।